উপদেশক	শ্রীযুত পাদ্রি জে, তামস সাহেব	বাহির রাস্তা	-৵০
সত্যার্ণব	" পাদ্রি জে, লং সাহেব	মৃজাপুর	⁄১০
সর্ব্বশুভকরী	" মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	বহুবাজার	।০

[পদ্মনাথ দেব শর্ম্মা-লিখিত 'আসামের পত্র-পত্রিকা' প্রবন্ধে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩২৪, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৫) বাংলা সংবাদপত্রের যে-তালিকা অসমীয় পত্র 'অরুণোদয়' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র এই তালিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত]

তিরোধান প্রাপ্ত।

সাপ্তাহিক।—	সংবাদ কৌমুদী	...	রাজা রামমোহন রায়
	„ তিমির নাশক	...	কৃষ্ণমোহন দাস
	„ সুধাকর	...	প্রেমচাঁদ রায়
	„ রত্নাকর	...	ব্রজমোহন সিংহ
	„ রত্নাবলী	...	জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক
	„ সারসংগ্রহ	...	বেণীমাধব দে
	„ রত্নাবলী	...	মহেশচন্দ্র পাল
	„ অনুবাদিকা	...	প্রসন্নকুমার ঠাকুর
	সমাচার দর্পণ	...	জান মার্শমন সাহেব
	„	...	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়
	মহাজন দর্পণ	...	জয়কালী বসু
	„ সভারাজেন্দ্র	...	মৌলবী আলিমোল্লা
	সংবাদ সুধাসিন্ধু	...	কালীশঙ্কর দত্ত
	„ গুণাকর	...	গিরিশচন্দ্র বসু
	„ মৃত্যুঞ্জয়ী	...	পার্ব্বতীচরণ দাস
	„ দিবাকর	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
	„ নিশাকর	...	নীলকমল দাস
	„ মুক্তাবলী	...	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
	জ্ঞানান্বেষণ	...	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
	সংবাদ সৌদামিনী	...	কৃষ্ণহরি বসু
	বঙ্গদূত	...	ভোলানাথ সেন
	জ্ঞানাঞ্জন	...	চৈতন্যচরণ অধিকারি
	বেঙ্গাল স্পেক্টেটর	..	রামগোপাল ঘোষ
	ভক্তিসূচক	...	রামনিধি দাস
	পাষণ্ডপীড়ন	...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
	আক্কেল গুড়ুম	...	ব্রজনাথ বন্ধু

সংবাদ রাজরাণী	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
„ কাব্যরত্নাকর	...	ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সমাচার জ্ঞানদর্পণ	...	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য
বারাণসী চন্দ্রোদয়	...	ঐ
„ ভৈরবদণ্ড	...	ঐ
সংবাদ ভারতবন্ধু	...	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মনোরঞ্জন	...	গোপালচন্দ্র দে
„ সুজনরঞ্জন	...	হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়
„ দিগ্বিজয়	...	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
„ জগদুদ্দীপক ভাস্কর	...	মৌলবী বজরআলি
„ মুরশিদাবাদ পত্রিকা	...	রাজা কৃষ্ণনাথ রায়
„ রত্নবর্ষণ	...	মাধবচন্দ্র ঘোষ
জ্ঞানদীপিকা	...	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
অরুণোদয়	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রসমুদ্গর	...	গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ জ্ঞানরত্নাকর	...	বিশ্বম্ভর কর
„ ভৃঙ্গদূত	...	নীলকমল দাস
„ কৌস্তুভ	...	মহেশচন্দ্র ঘোষ
„ সুজনবন্ধু	...	নবীনচন্দ্র দে
অর্দ্ধ মাসিক।—দুর্জ্জনদমন মহানবমী	...	ঠাকুরদাস বসু
মাসিক।— হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়	...	হরিনারায়ণ গোস্বামী
শাস্ত্র প্রকাশ	...	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
বিদ্যাদর্শন	...	অক্ষয়কুমার দত্ত
সত্যসঞ্চারিণী	...	শ্যামাচরণ বসু
জগদ্বন্ধু পত্রিকা	...	সীতানাথ ঘোষ
বিজ্ঞানসেবধি	...	গঙ্গাচরণ সেন
জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ	...	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
জ্ঞানোদয়	...	রামচন্দ্র মিত্র
রসরত্নাকর	...	
দূরবীক্ষণিকা	...	

"তিরোধান প্রাপ্ত" সংবাদপত্রগুলির এবং "মুদ্রাঙ্কন যন্ত্রের" তালিকা ২২ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে অনূদিত হয়, এবং 'ইংলিশম্যান' হইতে আবার ১লা মে ১৮৫১ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়।

জ্ঞানদর্শন

১৮৫১ সনের ১৪ই মে 'জ্ঞানদর্শন' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৮ই মে (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

জ্ঞানদর্শন নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশের যে অনুষ্ঠান হইতেছিল বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমাবধি তাহা কার্য্যতঃ সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞানদর্শনের প্রথম সংখ্যা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করণানন্তর তৎসম্পাদক মহোদয় কর্ত্তৃক এক খণ্ড অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম পত্র বাস্তবিক জ্ঞানদর্শনই বটে অর্থাৎ স্বদেশের হিত বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে এমত২ প্রস্তাব দ্বারাই উক্ত পত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে…।

২৯ মার্চ ১৮৫১ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' 'জ্ঞানদর্শনে'র "অনুষ্ঠান পত্র" প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে এই পাক্ষিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যায় :—

সংবাদ পত্রের সংখ্যা বাহুল্য হইলেও তাহার গ্রাহকও বহুতর ইহাতেই পত্র ও গ্রন্থ পাঠ বিষয়ে দেশস্থ লোকদিগের ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই অবকাশে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনার্থ আমারদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদিও এই ভাষার অনেক উৎকর্ষ হইয়াছে তথাপি তৎসাধনের চেষ্টা যে একেবারে শেষ হইয়াছে এমত নহে এখনও ইহাতে নানাবিধ জ্ঞানজনক প্রস্তাব রচিত হইবার অপেক্ষা আছে ফলতঃ যদবধি আপামর সাধারণ লোকমধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ না হয় তদবধি দেশের যথার্থ উপকার সম্ভাবনা নাই অতএব স্বদেশের উপকার করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া আমরা 'জ্ঞানদর্শন' নামে এক নূতন পাক্ষিকী পত্রিকা প্রচার করিতে মানস করিলাম এবং তদ্বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন করিতে স্বীকৃত হইলাম। পত্রিকাকে আপাতত তিন খণ্ডে বিভক্ত করিব প্রথম খণ্ডে উপস্থিত বিষয়ে আপনারদিগের মত ব্যক্ত করিব। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশ হইবেক ও তৃতীয় খণ্ডে বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব প্রকটিত করা যাইবেক। এই শেষোক্ত প্রকরণে উত্তম উত্তম জ্ঞানজনক কথা রচিত অথবা অনুবাদিত হইবে। অন্যান্য সম্পাদকদিগের ন্যায় এই পত্রিকাতে সাপ্তাহিক সমাচার প্রকটিত করিব না যেহেতু অন্যান্য অনেক পত্রে সমাচার লিখিত হয়। স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমারদের উদ্দেশ্য অতএব যে যে বিষয় দ্বারা আমারদের এই মনোভিলাষ পূর্ণ হয় তাহাই আমারদের কর্ত্তব্য। আমরা অকারণে কাহারো নামে গ্লানি করিব না। সদসৎ কর্ম্মের বিচার করিব কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি কটূক্তি করিব না। জাতি ও বর্ণ ভেদ বিবেচনা না করিয়া সমভাবে সকলের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিব। অধিক কি কহিব সত্যই পরম পদার্থ সেই সত্য প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাই আমারদের ইচ্ছা।…পত্রিকার মূল্য মাসিক ।০ আনা মাত্র স্থির করিলাম,…শ্রীশ্রীপতি মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক। সাং পাথুরিয়াঘাটা মৃত শিবচরণ ঠাকুরের বাটী।

'জ্ঞানদর্শন' এক সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা

ইহারও প্রতিষ্ঠাতা এক জন বাঙ্গালী—কাশীদাস মিত্র।* 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পাক্ষিক (পরে সাপ্তাহিক) পত্র ; ইহাও লিথোয় মুদ্রিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ জুন ১৮৫১ (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮)। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ জুন ১৮৫১) 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্বন্ধে লেখেন :—

> আমরা সাতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গালা বর্ত্তমান শকের [১৭৭৩] ১৯ জ্যৈষ্ঠ দিবসে শ্রীশ্রী৺বারাণসীস্থ বাগোবাহার নামক প্রস্তরের যন্ত্র হইতে বাবু কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' নাম্নী এক অভিনব পাক্ষিক পত্রী প্রকটিতা হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ॥০ মাত্র।

'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র প্রথম কয়েকটি সংখ্যা বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। আমি ইহার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাটির রোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। পত্রিকার কণ্ঠে সংস্কৃতে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে—

"কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া, যত্রান্তে মণিকর্ণিকা শুভকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যাঃ সমং ব্রহ্মণা, কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে-গতা"

কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা

পাক্ষিক পত্র।

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তি নগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া, যত্রান্তে মণিকর্ণিকা শুভকরী মুক্তির্হি তৎ কিঙ্করী
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যাঃ সমং ব্রহ্মণা, কাশীক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খেগ

১ সংখ্যা) ১ জুন ১৮৫১ সাল ইং। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ সাল বঙ্গ। মাসিক মূল্য ॥০ আনা মাত্র

'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের প্রথম সংখ্যার এক অংশ

---

* ইনি কাশী হইতে "উর্দ্দু ভাষায় পারস্য অক্ষরে" 'আফতাবিহিন্দ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ সনের ২১এ জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> "কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা সম্পাদক বাবু কাশীদাস মিত্র কাশীযন্ত্রে কাশীধামে উর্দ্দু ভাষায় পারস্য অক্ষরে 'আফতাবিহিন্দ' নামে এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিয়াছেন।"

সম্পাদকের "বিজ্ঞাপন" অংশটি প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

আমারদিগের 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' পত্রের বৎসরাবধি অজ্ঞাতবাস থাকাতে পাঠকবৃন্দ সন্দেহ করিয়া থাকিবেন, যে চন্দ্রোদয় বুঝি নিবিড় নীরদাচ্ছন্ন হইয়া চিরকালের জন্য শূন্যপথে লুপ্ত হইলেন ; কিন্তু তাহা নহে, তাঁহার অন্তর্হিত হওনের নিগূঢ় তত্ত্ব কথনে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, সর্ব্বসাধারণ জনগণ শ্রবণ করিয়া মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ; পাঠক মহাশয়-দিগের স্মরণ থাকিতে পারে, কলিকাতা নগরে 'রসমুদ্গর' নামে এক অভিনব পত্র প্রভাকরের ঔরসে সাগরসভাগর্ভজাত ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিষ্টস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জনকের প্রতি কোপদৃষ্টি করিয়াছিল ; অবশেষে মৃত্যু নিকট সময়ে বিকটাকারে কাশীর প্রতি কটাক্ষ করিবাতে, বারাণসী চন্দ্রোদয় স্বয়ং ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সমভিব্যাহারে সমরে প্রবর্ত্ত না হইয়া 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক যণ্ড সন্তান প্রসব করিয়া ভণ্ড মুদ্গরের সমোচিত দণ্ড করিলেন ; পরে ঐ বিজয়ী বালকের পরলোক হওয়াতে 'চন্দ্রোদয়' শোকসাগরে মগ্ন হইয়া আপনার অল্পায়ুবিকল্পে কায়াকল্পদ্বারা নূতন কলেবর ধারণপূর্ব্বক নবীন নাম যথা 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে আখ্যাত হইয়া নব অনুরাগে বিখ্যাত হইয়াছেন ; আমরা ভরসা করি পাঠক মহাশয়েরা পুরাতন চন্দ্রোদয়াপেক্ষা অভিনব 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের বিবিধ সুচারু সংবাদ পাঠে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

এই বারাণসীধামে তিন সহস্রাধিক বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের বসবাস হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকে ধনশালী, গুণশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে বেদ পুরাণাদি শ্রবণে দৈবোৎসবে উল্লাসার্ন্নবে চিত্তকে নিত্য রাখিয়া কাল যাপন করিতেছেন, ও বৈষয়িক ব্যবহারেও যথাসাধ্যব্যয়ে আমোদ প্রমোদে স্বচ্ছন্দে আনন্দের ভাজন হইয়াছেন ; কিন্তু এই জনমণ্ডলি সমাজমধ্যে সাধারণের সৎকারজনক কোন সংবাদপত্র বঙ্গভাষায় প্রচার না থাকাতে মহা আক্ষেপের বিষয় কহিতে হয়, অতএব আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়া 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নাম্নী এই অভিনব পত্রিকা প্রকাশে যত্নযুক্ত হইলাম···"

সমসাময়িক একখানি পত্র হইতে জানা যায়, ১৮৫৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়,—

কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা। আমরা পরমাহ্লাদের সহিত কাশীবার্ত্তা দৃষ্টে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের বিজ্ঞ প্রবীণ কাশী মুক্তি ভূমিস্থ সহযোগি মহাশয় পাক্ষিকী পত্রিকা সাপ্তাহিক করিতে স্থির করিয়া আগামি জানুয়ারি মাসাবধি প্রতি ইংরাজী মাসের ১।৮।১৫।২২ বাসরে প্রকাশারম্ভ করিবেন তাহাতে বিজ্ঞবর যেরূপ পরিপাটি করিয়া পাত্রীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন তদনুসারে তাঁহার অবশ্যই শ্রমের আধিক্যতা হইবেক, কিন্তু দেশহিতৈষি স্বভাবপ্রযুক্ত পত্রের পূর্ব্ব যেরূপ মাসিক ॥৹ আনা বা বার্ষিক ৫ টাকা মূল্যাবধারিত ছিল তাহাতেই পত্র বিবৃত করিবেন, সুতরাং ধন্যবাদের ভাজন হইলেন। এবঞ্চ আমরা কাশীপতির নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেরূপ শ্রীযুত বাবু কাশীদাসের প্রতি অনুকূল আছেন তদ্রূপ অনুকম্পায় কাশী বাবুর মানস সফল করেন। এবং অত্র দেশীয় মহাশয়েরা তদীয় ক্রীয়মান পত্র সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণে আগ্রহ হউন। শং।—২৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে উদ্ধৃত।

ইহার কিছু দিন পরেই 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ সনে ইহার পুনঃপ্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়।—

'কাশীবার্ত্তাবহ' পত্র পুনর্ব্বার প্রকটিত হইয়া অতি উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে,...। —'সংবাদ প্রভাকর', ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮।

'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম—১ম—৪র্থ ও ৯ম—১৫শ সংখ্যা (পাক্ষিক)।

সংবাদ জ্ঞানোদয়

'সংবাদ জ্ঞানোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ৭ জুন ১৮৫১ (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮) তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১১ জুন ১৮৫১ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন ঃ—

আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে সংবাদ জ্ঞানোদয় নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য পাঠকগণের গোচর করিতেছি, যে বাবু চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎপত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ১২৫৮ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ শনিশ্চরবাসরে ইহার জন্ম হইয়াছে, পরে যথানিয়মে প্রতি শনিবারে প্রকটিত হইবেক, এই পত্রের মাসিক বেতন ॥০, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা।

অল্প দিন পরেই 'সংবাদ জ্ঞানোদয়' বন্ধ হইয়া যায়। পর-বৎসর (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫২) ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ ঃ—

ভাদ্র, ১২৫৯।...জ্ঞানোদয় নামক পত্র পুনঃপ্রকাশ হয়।*

এবারও কিছু দিন পরে, সেই বৎসরেই কাগজখানির প্রচার রহিত হইয়া ১৮৫৫ সনের ১৩ই জানুয়ারি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ ঃ—

মাঘ, ১২৬১। শ্রীযুত বাবু হরিহর চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসাবধি 'জ্ঞানোদয়' নামক মৃত পত্রকে সংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ করিয়াছেন।†

---

* "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার বিবিরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)।

† "১২৬১ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬২।

মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ

১৮৫১ সনের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর (H. V. Bayley) আনুকূল্যে ও কতিপয় দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানির নাম—'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ'; ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিক পত্রিকা ছিল; ইহাতে স্থানীয় লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত।* ১ আগষ্ট ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত নিম্নাংশ পাঠে জানা যাইবে, কাগজখানি কলিকাতায় মুদ্রিত হইত এবং ইহার প্রকাশকাল খুব সম্ভব ১৮৫১ সনের জুন মাস:—

> বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রালয় হইতে সংপ্রতি "মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ" নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় ভুষিত এক অভিনব পত্র প্রকটিত হইতেছে, আমরা তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করি নাই, এজন্য সম্পাদক মহাশয়দিগের নাম এবং আর আর বিবরণ জানিতে পারিলাম না, ঐ পত্রের তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় উত্তম বটে, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা কেবল বঙ্গভাষা পাঠ দ্বারা হঠাৎ তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না, যাহা হউক, অধুনা বাঙ্গালা লেখার বিষয়ে এই নবীন পত্র শ্রীরামপুরস্থ মনোহর মুকুরের ['সমাচার দর্পণে'র] নিকট অনায়াসেই জয়প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই মন্তব্যের পর 'সংবাদ প্রভাকর' "পাঠকগণের বিদিতার্থ উক্ত পত্র হইতে কয়েক বিষয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত" করিয়াছেন। 'মেদিনীপুর এবং হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' পত্রের রচনার নিদর্শনস্বরূপ ঐ উদ্ধৃত অংশ নিম্নে দিতেছি:—

> Experience alone will shew that the blessings of social organization, and unpartial law are well worth the individual concessions by which they are purchased. Martineau's last half century.
>
> Nothing is so well done as what is done in love, and not by force. When we do good for its own sake, the pleasure we shall feel in our hearts and our consciences, is not to be described, and if that pleasure is lost by misdoing after it has once been felt it will always be deeply regretted.
>
> সভা নির্ম্মাণে এবং যথার্থ বিধানে যে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি হয় তাহার ব্যবহারের দ্বারা নৈপুণ্য প্রকাশ হইবেক।
>
> বল প্রকাশ না করিয়া প্রণয় দ্বারা যেমত কর্ম্ম সম্পাদন হইবেক এমত অন্য কিছুতেই হইবেক না, যখন কোন মঙ্গলজনক কর্ম্ম করি তখন অন্তঃকরণে ও সদসৎ বিচার জন্য জ্ঞানে যে আনন্দ প্রাপ্ত হই তাহা বর্ণনাতীত। যদ্যপি কুকর্ম্মের দ্বারা ঐ আমোদে (যাহাতে একবার নিমগ্ন ছিলাম) বঞ্চিত হই তবে তাহাতে যে দুঃখ তাহা চির স্মরণীয় রহিবেক।

---

* ১৮৫৫ সনে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৬৪) পাদরি লং লিখিয়াছেন:—

PERIODICALS—MAGAZINES...*Midnapur and Hijili Guardian.* Mo., A. B., started under the patronage of H. V. Bayley, Esq., when Collector of that station gave literature and news interesting to natives in the Mofussil.

IX. Canals.

A canal is an artificial channel filled with water kept at the desired level by means of locks or sluices forming a communication between two or more places. (1) Historical sketch of Canals—Ancient Canals.—

The comparative cheapness and facility with which goods may be conveyed by sea or by means of navigable rivers, seem to have suggested, at a very early period the formation of canals. The best authenticated accounts of ancient Egypt represent that country as intersected by canals conveying the waters of the Nile to the more distant parts of the country partly for the purpose of irrigation, and partly for that of internal navigation. The efforts made by the old Egyptian monarchs and by the Ptolemies to construct a canal between the Red Sea and the Nile, are well known; and evinced the high sense which they entertained of the importance of this species of communication. (Ameilhon commerce des Egyptians. p. 76).

৯ মনুষ্য কর্ত্তৃক খাল।

মনুষ্য খাল খুলিয়া সেতু দ্বারা জলে পূর্ণ রাখে যদ্দারা দুই কি ততোধিক স্থানের মধ্যে জলপথে গমন হইতে পারে। খালের বৃত্তান্ত ও খালের প্রাচীনত্ব।

সমুদ্র কি নদ দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত বস্তু লইয়া গেলে অত্যল্প ব্যয়ে ও সহজে হইতে পারে ইহাতেই খাল নির্ম্মাণের কথা বহুকাল হইতে উল্লেখ থাকন বোধ হইতেছে। মিশর দেশের প্রামাণিক প্রাচীন পুরাবৃত্তে প্রকাশ হয় যে ঐ দেশের দূরস্থ অংশ সকলে নীল নদীর জল দেওন এবং অন্তঃস্থ দেশে জলপথে গমন এই দুই কারণ বশতঃ তদ্দেশ অনেক খালে বিভক্ত। লাল সাগর এবং নীল নদীর মধ্যে এক খাল নির্ম্মাণার্থ মিশর দেশের প্রাচীন রাজগণ এবং টলমি অর্থাৎ টলমি বংশের রাজগণ যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা অতি প্রসিদ্ধ, এবং এমত গতি বিধি পথের মহত্ত্ব বিষয়ে যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ আছে।

We obtain the following valuable Statistics of Traffic returns of Railways in the United Kingdom for nine years, ending 28th. December, 1850.

নীচের লিখিত যুক্ত রাজ্যের কলের গাড়ির বাণিজ্য বিষয়ের দেশ সম্পর্কীয় বহুমূল্য সংবাদ নাং ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫০ সাল ৯ বৎসরের আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১২ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "মৃত" বাংলা সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়; তাহাতে 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' পত্রের নাম আছে।*

* "Midnapore in 1851-2, had a newspaper, the *Midnapore Adheakha* edited by H. V. Bayley Esq., Collector of the district."—Long's *Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857*, (1859), p. xlii.

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ

১৮৫১ সনের শেষার্দ্ধে (কার্ত্তিক ১২৫৮) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রথম প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার প্রথম সম্পাদক। বাংলায় ইহাই প্রকৃত পক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রচারের উদ্দেশ্য, এবং তাহাতে কি ধরণের বিষয় স্থান পাইত, তাহা ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলে জানা যাইবে:—

পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র।—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে উপরোক্ত নামক এক নূতন মাসিক পত্র আগামি আশ্বিন মাসাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগজিন' নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক। এই পত্রের প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১৬ পৃষ্ঠা, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা নিরূপণ করা গিয়াছে,...। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক। শুঁড়া ২ শ্রাবণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ৭ম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম ছয় পর্ব্ব সম্পাদন করেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন পর্ব্বের প্রকাশকাল দিতেছি:—

১ম পর্ব্ব ১৭৭৩ শক, কার্ত্তিক—১৭৭৪ শক, আশ্বিন।
২য় পর্ব্ব ১৭৭৪ শক, পৌষ—১৭৭৫ শক, অগ্রহায়ণ।
৩য় পর্ব্ব ১৭৭৫ শক, চৈত্র—১৭৭৬ শক, ফাল্গুন।
৪র্থ পর্ব্ব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ—চৈত্র
৫ম পর্ব্ব ১৭৮০ শক, বৈশাখ—চৈত্র
৬ষ্ঠ পর্ব্ব ১৭৮১ শক, বৈশাখ—চৈত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র দ্বিতীয় সম্পাদক। ২৭ মে ১৮৬১ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

বিজ্ঞাপন।—ইংলণ্ডীয় বিচিত্র চিত্রযুক্ত পুরাবৃত্ত ইতিহাস শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে অনুবাদক সমাজের অধীনে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপত্রের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ

করিয়াছেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা বিবিধার্থ বিষয়ক পত্রাদি ও নিজ নিজ পূর্ব্ব দেয় ও বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের শিরোনামায় যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে প্রেরণ করিবেন।

পূর্ব্বে বিবিধার্থ সংগ্রহের অগ্রিম ও মাসিক মূল্যের বিলে তৎসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বাক্ষর করিতেন, বর্ত্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে সম্পাদকের অনুমত্যনুসারে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপে আমি স্বাক্ষর করিব। শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়। বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্ব—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ—সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবারও সংখ্যাগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই পর্ব্বের বৈশাখ সংখ্যা জুন মাসে বাহির হয় বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, ১৭ জুন ১৮৬১ (৪ আষাঢ় ১২৬৮) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সংখ্যার সমালোচনা দেখিতেছি।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	সম্পূর্ণ ফাইল
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা	
বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি	

জ্ঞানারুণোদয়

১৮৫২ সনে শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়† হইতে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ "বঙ্গাব্দা ১২৫৮ ১৯ মাঘ ইং ১৮৫২। ৩১ জানুয়ারি"। 'সংবাদ প্রভাকর' (৬ ফেব্রুয়ারি) লেখেন:—"শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত:—

এতৎ মাসিকপত্র যে২ মহাশয়েরা গ্রহণেচ্ছা করিবেন তাঁহারা শ্রীকালিদাস মৈত্র কিম্বা শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় অথবা শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে শ্রীকেশবচন্দ্র কর্ম্মকারের নিকট সম্বাদ প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২ টাকা মাত্র।

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের প্রথম সংখ্যার আদ্য প্রস্তাব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে:—

পাঠক ও গ্রাহক এবং সর্ব্বসাধারণ মহোদয়গণের প্রতি জ্ঞানারুণোদয়ের বিনয়চয় পুরঃসর সমাবেদন।...স্বজাতীয় মহোদয়গণ...নগরে২ ও অনেকানেক পল্লিগ্রামে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা ও

* ৭ম পর্ব্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হইয়াছে।

† "শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্র মৃত কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার ১৮৪১ সনে স্থাপন করেন, ঐ যন্ত্রে বর্ষে বর্ষে এক পঞ্জিকা প্রকাশ হয়।"—শ্রীরামপুর-নিবাসী শ্রীকালিদাস মৈত্র-রচিত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫), পৃ. ১০১-১০২।

বহু প্রকার পুস্তকাদির আলোচনা ও সম্বাদপত্রাদি পঠনায়াসে বহু অর্থসাধ্যে সাধ্য করিতেছেন, এতৎ সাহসে সাহসী হইয়া নিম্নের লিখিত অনুক্রমে বাৎসরিক পক্ষ মুদ্রাপণে যথাশক্তি পরিশ্রমে সাধারণের হিত ও মনোরঞ্জনার্থে মাসিকৈক পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবেচনা করি পাঠক মহাশয়েরা অস্মদাদির শ্রম সাফল্যার্থে কৃপাদৃষ্টে, মূলসহ প্রাচীন পুরাণ প্রচলিত ভাষায় ভাষান্তরিত, ও বিবিধ প্রসঙ্গ বিশিষ্ট স্বল্পব্যয়সাধ্য পুস্তক গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদানে ও চিরবাধিত করণে ক্ষান্ত থাকিবেন না। এবঞ্চ যে সমস্ত মান্যবর মহাশয়েরা অস্মদাদির উৎসাহ বর্দ্ধনপূর্ব্বক গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক ঈশ্বর সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহারা দেশবিদেশে বিদ্যা ও সদনুষ্ঠানের উদ্দীপক হইয়া সাধারণ সমীপে প্রকটিত গুণগণে প্রিয়ভাজন হউন, বিশেষতঃ শূদ্রমণি বংশোজ্জ্বলমণি পরম গুণি শ্রীমান রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়, অস্মদাদির এতদাশয়ে মহোৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক প্রতিপোষক হইয়াছেন অতএব যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রসাদতঃ শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীমান রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় মহোদয় দ্বয়ের কীর্ত্তিচন্দ্র শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুধাবর্ষণে সর্ব্বজন সন্তাপ সংহরণ করুন্।

সাধারণের সুগোচরার্থে জ্ঞানারুণোদয়ে সময়ে সময়ে যে২ বিষয় প্রকটন হইবেক তাহার নির্ঘণ্ট।

প্রথমতঃ পুরাণাদির মূল ও তদ্ভাষা। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় লোকের পূর্ব্বাবধি অদ্যপর্য্যন্ত আচার ব্যবহারাদি। তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় ও জবন এবং আধুনিক রাজনীতি প্রভৃতি ও অপরাপর দেশীয় ইতিহাসাদি। চতুর্থতঃ বিবিধ বিদ্যা প্রসঙ্গ এবং দেশোপকার সূচক নানা মত সুনীতি প্রস্তাব, উত্তম২ জগদ্বৃত্তান্ত, ও স্বদেশীয় এবং ভিন্ন দেশীয় বার্ত্তাবলি।

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন কালিদাস মৈত্র।* তিনি প্রায় এক বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। 'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের ১১শ সংখ্যায় (৩০ নবেম্বর ১৮৫২) প্রকাশ:—

আমরা সাতিশয় আক্ষেপসহ প্রকাশ করিতেছি যে আমারদিগের মান্য এবং প্রিয়বর সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালিদাস মৈত্র মহাশয় গত মাসাবধি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যের গুরুতর ভারহইতে নির্লিপ্ত হইয়াছেন।

পর-বৎসর (১২৫৯ সাল) 'জ্ঞানারুণোদয়ে'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৪ সনের ১৩ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬১) ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ইহার অনুষ্ঠানপত্রে পাইতেছি,—"শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক তথা শ্রীকেশবচন্দ্র কর্ম্মকার। যন্ত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক।"

---

* "জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয় শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামির সাহায্যাবলম্বনে শ্রীযুত কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার সন ১৮৫৩ সালে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামক মাসিক পুস্তক যাহা অস্মদাদির দ্বারা প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশের নিমিত্তে স্থাপন করেন, এক্ষণে সেই যন্ত্র তটস্থাবস্থান্বিত।"—শ্রীরামপুর-নিবাসী কালিদাস মৈত্র-রচিত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫), পৃ. ১০২।

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধে ১২ বৈশাখ ১২৬১ (২৪ এপ্রিল ১৮৫৪) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

> শ্রীরামপুরের জ্ঞানারুণোদয় পত্র বিনাশের গ্রাসে পতিত হইয়া বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসাবধি পুনর্ব্বার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, ঐ পত্রের লেখা উত্তম হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পাঠোপযোগী না হওয়াতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, এই কারণেই একবার বন্ধ হইয়াছিল, এবারে আবার কি হয় বলা যায় না, আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি এই অরুণ গগন বিরাজিত অরুণের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হউক।

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—প্রথম বর্ষের ২য়, ৪র্থ—৮ম সংখ্যা।

কাশী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম বর্ষ, ১ম—৯ম সংখ্যা (১৬ আশ্বিন ১২৫৯)।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামপুর :—প্রথম বর্ষ।

সংবাদ বিভাকর

১৫ জুন ১৮৫২ (৩ আষাঢ় ১২৫৯, মঙ্গলবার) তারিখে 'সংবাদ বিভাকর' নামে একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—মনোমোহন বসু; ইনি কবি ও নাট্যকার হিসাবে পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭ জুন ১৮৫২ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে গত পরশ্বাবধি শ্রীযুত বাবু মনোমোহন বসু কোং কর্ত্তৃক 'সংবাদ বিভাকর' নামক অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র অর্দ্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে নবীন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় এবং পত্রের রচনা উত্তম হইয়াছে… ।

পর-বৎসরেই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> ১২৬০, বৈশাখ। 'সংবাদ বিভাকর' বিভাকরসুত সদনে গমন করেন।*

সংবাদ শশধর

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১২৫৮ সালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কয়েক মাস পরেই—১২৫৯ সালের ২৪ আষাঢ় (৬ জুলাই ১৮৫২) হইতে 'সংবাদ শশধর'

---

* "বাৎসরিক সংবাদ প্রভাকরের ক্রোড়পত্র"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)।

নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ করেন। ইহার প্রচারের কথা আমরা ১২৫৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'জ্ঞানারুণোদয়ে' প্রকাশিত 'সংবাদ শশধর' পত্রের অনুষ্ঠান-পত্র হইতে জানিতে পারি। এই অনুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশ :—

> ...অস্মদাদি "সংবাদ শশধর" নামক সাপ্তাহিক এক অভিনব পত্র সন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ষষ্ঠ দিবসাবধি বা শকাব্দা ১৭৭৪ বা সন ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবারাবধি প্রতি মঙ্গলবাসরে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে প্রকাশ করিতেছি তৎপত্রে ইংরাজী প্রসিদ্ধ "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা" অর্থাৎ বিবিধ সদ্বিদ্যা মুক্তাবলি আবলিক্রমে মূল ইংরাজী ও তদর্থ সাধারণের অনায়াস বোধগম্য প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ সহ সমস্ত দেশ বিদেশীয় সংবাদ ও সম্পাদকীয় উক্তি ও আইন ও নজীরপ্রভৃতি সমস্ত উপকারক বিষয় সময়ে২ সুদৃশ্য সুদীর্ঘ কাগজে অত্যল্প মূল্যে প্রকাশ করিতেছি...।
>
> শ্রীকালিদাস মৈত্র সম্পাদক।
>
> শ্রীরামচন্দ্র রায় কর্ম্মকার। } শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয়
> তথা, শ্রীহরচন্দ্র রায় কর্ম্মকার } যন্ত্রাধ্যক্ষ সম্পাদক।

এই সাপ্তাহিক পত্রের বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। ১২৫৯ সালেই ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

> গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর' নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।

বিশ্ববিলোকন

১২৫৯ সালে (১৮৫২ সনে?) 'বিশ্ববিলোকন' প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব, সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১২৫৯ সালেই কাগজখানি অদৃশ্য হয়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

> গত বৎসর যেমন কয়েক খানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েক খানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।...'বিশ্ব বিলোকন' নামে একখানা চারিইয়ারী পত্র হইয়াছিল, ঐ বিশ্ব বিলোকন কিছুদিন বিশ্ব বিলোকন করিতে করিতেই দৃশ্য পথের অতীত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ

১২৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩) 'ধর্ম্মরাজ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা কাঁশারিপাড়ার তারকনাথ দত্ত। 'ধর্ম্মরাজ' পত্রের মাসিক মূল্য ।০ এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ নির্দ্ধারিত ছিল। প্রত্যেক

সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। 'ধর্ম্মরাজ' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

বিরাজতে সভ্য সমাজরাজঃ, সদর্থরাজী নিধিরাজরাজঃ।
তমঃ প্রভাবক্ষতি ধর্ম্মরাজঃ, শুভপ্রবৃত্তিপ্রদ ধর্ম্মরাজঃ॥

প্রথম সংখ্যার গোড়ায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

সমুদায় বিজ্ঞলোকদিগের নিকট আমারদিগের রীতি, নীতি, স্বভাব এবং অভিসন্ধি সকল সংপূর্ণ রূপে অবিজ্ঞাত বা অপরিচিত থাকিলেও এমত ভরসা করিতে পারি, যে মহেচ্ছতাগুণ গরিমায় মহাজনমণ্ডলী সদসত্তা নিরূপণ করিতে কদাপি সঙ্কুচিত হইবেন না। এবং স্বরূপের নিরূপণ করত আমারদিগের প্রতি অবশ্যই সানুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারেন। যেহেতু স্বরূপ নিরূপিত না হইলে কোন বিষয়ই সাধুগণের ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য হয় না। অতএব যথাতথ্যের নিরূপণ পূর্ব্বক এই পুস্তকের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবেন।

ধর্ম্ম যে এক মাত্র ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ তাহা না জানিয়া কেবল ভ্রান্তি বুদ্ধির বশতাপন্ন হইয়া অনেক জাতিতেই ঘোরতর বিসম্বাদিতা করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ পাদরি নামধারি ধর্ম্মাবতারেরা প্রতারণার পরিচর্য্যা করত অধুনাতন অস্মৎ হিন্দুজাতীয় অজ্ঞান বালক সকলকে যে প্রকারে বিমোহিত করিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বত্রই প্রকটিত আছে। ইহারা বর্ত্তমান রাজ জাতি বলিয়া ধর্ম্মের উপরেও সেই রাজশক্তি বিস্তার করিতে বসিয়াছেন।......

সংপ্রতি কোন কোন যুবক জনদিগের অন্তঃকরণে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিন্মাত্র ও উদ্বোধ হইয়াছে, কথাবার্ত্তার চলাচল ও ধারাধরণ দেখিলে এমতবোধ হয় বটে। কিন্তু সার্ব্বত্রিক রূপে প্রচারিত না হইলে তাহাতে কোন সুফল দর্শিতে পারে না। যদ্যপি ঈশ্বর প্রসাদে এদেশ হইতে অনৈক্যভাব প্রস্থান করে এবং তৎপদে ঐকমত্য সংস্থাপিত হয়, তবে একদিন স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রতি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। নতুবা কোথাও কিছু নাই, অমনি অমনি কি আমার-দিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষা হইতে পারিবেক? তবে যদিস্যাৎ জগদীশ্বর প্রসন্ন হয়েন, আর সর্ব্বসাধারণ রূপে দেশস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বি লোকদিগের হৃদয়ে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কল্পে যত্নের সঞ্চার হয়, তাহার নিকট আর বিপক্ষ পক্ষের স্বপক্ষ সমর্থন শক্তি বলবতী হইতে পারিবেক না। পরন্তু কয়েক বৎসর হইল অনেক মহাজন ও অধ্যাপকগণ একত্রিত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগকে পুনঃসংস্কার করাইয়া যে ঘরে লইবার কথা চালাচালি করিয়াছিলেন, সে সময় মনে হইল, বুঝি এতদিনের পরে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমারদিগের হতভাগা হিন্দু জাতিকে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ এক-মতিত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহার কিছু কাল পরে আর সে বিষয়ের কিছুই নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইল না। যেমন স্মৃতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিলে নানা মুনির নানামত এই জনপ্রবাদ প্রতীত হয়, সেই প্রকার স্বদেশীয় লোক নিচয়ের একত্র সমবেত হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার পরামর্শ নানা প্রকার কুটিল গতিতে এক কালেই কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। আর তাহার উচ্চাবচ কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

অপরন্তু সেই স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের পুনঃ স্বধর্ম্ম গ্রহণের অনুষ্ঠানের বিফলতা পর্য্যন্ত এমত অনুভাব করিলাম, যে কোন একটা বিশেষানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ইহা সম্পন্ন হইতে পারিবেক না। সেই অনুষ্ঠান কি? যদ্দ্বারা আপনারদিগের যথার্থ ধর্ম্ম নিরূপণ ও বিধর্ম্মের দোষোত্থান ঘুষিত হয়, এমত একখানি পত্র বা পুস্তক মাসিক রূপে প্রকাশ পাইলে বিশেষ উপকার দর্শিত হইবেক। কারণ, মধ্যে মধ্যে আমারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে এই পত্র বা পুস্তক উপস্থিত হইয়া সাধারণের মনে এই বিষয়ের হিত প্রত্যয় জন্মাইতে পারিবেক। তাহা হইলে তথাপিও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে যত্ন প্রদর্শিত হয়। এই বিবেচনায় অধুনা কয়েকজন বান্ধবের সহিত বাদানুবাদ পূর্ব্বক "ধর্ম্মরাজ" নামক এই মাসিক পুস্তক এই পরিমাণে প্রকটন করিতে আরম্ভিলাম। এতদ্দ্বারা যে কি উপকার জন্মিবেক, সে ভবিষ্যৎ কথার উল্লেখ করিয়া আপাতত গৌরবান্বিত হইতে প্রার্থনা করি না।......

অধিকন্তু এই পুস্তকের নামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপাতদর্শী কোন কোন ব্যক্তি এমত মনে করিতে পারেন, যে ধর্ম্মরাজ শব্দে যমরাজকে বুঝাইয়া থাকে, না জানি ধর্ম্মরাজ কর্তৃক কি অনিষ্টই না সংঘটিত হইবেক? কিন্তু আমরা ঐ আশঙ্কার নিরাকরণ কারণ এইমাত্র উল্লেখ করি, যে ধর্ম্মরাজ সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত থাকিয়া নিয়তই কেবল ইষ্ট নিষ্ঠ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবেন। কেননা, আমরা ইহাতে স্বপরোপকারের প্রত্যাশা রাখি।......

ধর্ম্মরাজ নিয়ত হিন্দুধর্ম্ম বিরোধি খৃষ্টীয়ানগণের প্রবোধক ধর্ম্ম ঘটিত প্রস্তাব সকল প্রকটন এবং সাহিত্যাদি বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন। এই গুরুতর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়াতে ইহার কার্য্যাদি সুনির্ব্বাহ পক্ষে অনেক সন্দেহ জন্মে, কেন না, মহাধন ব্যতীত এমত গুরুতর ব্যাপারে সাধারণের প্রবৃত্তি কেবল বামনের বিধুজিঘৃক্ষাবৎ নিরর্থক মাত্র। যদিস্যাৎ হিতৈষি মহোদয়গণ ইহার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ অস্মদাদির এ প্রবৃত্তির প্রধান হেতু কতিপয় সদ্বিদ্বান্ বান্ধবদিগের প্রেরণা মাত্র। তাঁহারা সর্ব্বদাই খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পাদরি সাহেবদিগের কদভিসন্ধি সমুদায়ের পর্য্যালোচনা করত কহিয়া থাকেন, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিপক্ষে একখানা পত্র প্রচারিত হইলে বহু প্রকার উপকার প্রদর্শিত হয়, এবং স্বদেশীয় বিদ্বজ্জনেরা তদীয় উপকার সমূহ অনুভাব করিয়া যথার্থ পক্ষ রক্ষার্থ সেই পত্রের সহায়তা করিতে অবশ্যই যত্নবান হইবেন।

কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহনগরীতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাতিপক্ষিক 'হিন্দুবন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকটিত হইয়া প্রায় চারি মাস কাল জীবিত ছিল, তাহার কার্য্যাদি অতি সুনিয়মে নিষ্পাদিত হইত, যে হেতু, এমত পত্র প্রকাশিত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয় বটে,...। এই ক্ষণেও অনেকে সেই মৃত হিন্দুবন্ধুর নিমিত্ত শোচনা করেন। কি করি, উপায় বিরহ। যদিস্যাৎ আমারদিগের আপনা আপনিতে অনৈক্যের সংস্থান না হয়, তবে ভাবনা কি? সকল প্রকার মহদনুষ্ঠানই অকুতায়াসে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, আরও ঈদৃশ মহানুষ্ঠান অনেক কর্ত্তৃত্বে পড়িলে কদাপি সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, যাহা হউক, একমত হইলে অনেকেও এককর্ত্তৃত্ববৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, অতএব ধর্ম্মরাজ পুস্তক এই প্রকার কর্ত্তৃত্বেই নির্ব্বাহিত হইবেন, যে ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা না থাকে।......

প্রস্তাব সমাপন কালীন ধর্ম্মরাজের উপযোগিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশস্থ ব্যক্তি নিচয়ের প্রবর্ত্তনা ও প্রাজ্ঞতম সম্পাদক মহোদয়গণকে যথাযোগ্য সম্বোধন করিতেছি, ইহার মুখ্যাভিপ্রায় স্বধর্ম্ম পোষণ করত খৃষ্টধর্ম্ম দোষণ, এবম্প্রকার দুরূহ ব্যাপার ব্যামুগ্ধ বুদ্ধিতে সহজে ধারণা হয় না, এজন্য কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধ প্রবন্ধ সকলও প্রকটিতে যত্নবন্ত হইব, কেন না, কাব্যালোচনা করিলে নৈসর্গিক বুদ্ধির প্রফুল্লতায় ভাষাভ্যাস সহকারে তথাপিও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মজ্ঞান হইতে পারে, সুতরাং কাব্য সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাম্মিক জনেরা কখনই বিগতস্নেহ হইবেন না, অপর নীতিজ্ঞান শিক্ষা হইলে কদাপি কাহারো দুষ্টকার্য্যে প্রবৃত্তি লইতে পারে না, একারণ নীতি বিষয়ক প্রস্তাবাবলীতেও ধর্ম্মরাজের কৃতাঙ্গরাগ হইবেক, অতএব দেশীয় মহোদয়গণেরা, আপনাপন সন্তানবর্গের মহোপকারসাধক এই মাসিক ক্ষুদ্র পুস্তকের সংগ্রহ পক্ষে কদাচ আলস্যাশ্রয় করিবেন না, ইহার মূল্যও অধিক নহে, এবং যাঁহারা এই পুস্তকের গ্রাহকশ্রেণীতে গণ্য হইবেন, তাঁহারদিগের নিকট অগ্রেই বিজ্ঞাপন করি প্রযত্ন হইয়া ধর্ম্মরাজকে যথাসংখ্যায় রক্ষা করিলে ভবিষ্যতে যে মহা উপকার, তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন।

"শক্ত্যোপকারঃ কর্ত্তব্যো নাপকারঃ কথঞ্চন।
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাচ্চ পাতকং॥"

'ধর্ম্মরাজ' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যার উপর মুদ্রিত আছে ঃ—

"প্রথম ভাগ ১২ সংখ্যা মাঘ ১২৬১।"

এই দ্বাদশ সংখ্যার গোড়ায় সম্পাদক লিখিতেছেন ঃ—

পাঠকগণের নিকট নিবেদন। আমরা দ্বাদশ সংখ্যক ধর্ম্মরাজের প্রথম কল্পেই জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরকে প্রণিপাত করি। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রসন্নতাতেই কয়েক মাসের নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার প্রতিবন্ধকতা হইয়াছে। প্রায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম কল্পাবধিই পীড়িত হইয়া পৌষ মাসের অর্দ্ধকালপর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলাম। পরমেশ্বরের প্রেরণাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র মহোদয় স্বয়ং ঔষধাদি প্রদান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন।...

আমি অধুনা সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হইয়াছি অন্যথা নাই। ফলে তাদৃশ স্বাভাবিক মত বলাধান হইতে আরও কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হইবেক। যাহা হউক, পাঠকবর্গ যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ এবং প্রার্থনা করুন, যেমত দ্বাদশ সংখ্যক ধর্ম্মরাজ প্রকাশ করত প্রথম ভাগ সম্পন্ন করিতেছি, এই প্রকার দ্বিতীয় ভাগ ধর্ম্মরাজ আরম্ভ ও যথাসংখ্যামত নিয়মিত রূপে প্রকটন করত অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারি। অবশেষে ভরসা করি ধর্ম্মরাজের অনুগ্রাহক বান্ধব ও মহোদয়বর্গ সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যক ধর্ম্মরাজেই প্রকাশ করিব ইত্যলং বাহুল্যেনেতি।

'ধর্ম্মরাজ' অতঃপর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

'ধর্ম্মরাজ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (বিদ্যাসাগর-পুস্তকসংগ্রহ) ঃ—প্রথম ভাগ।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি—১২ এপ্রিল ১৮৫২

১২ এপ্রিল ১৮৫২ (১ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

চলিত সংবাদ পত্রের ও তদধ্যক্ষদিগের নাম ধাম এবং মূল্য।

প্রাত্যহিক।—	সংবাদ প্রভাকর	শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	১
	„ পূর্ণচন্দ্রোদয়	„ অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা	১
দিনান্তরিক।—	সংবাদ ভাস্কর	শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	শোভাবাজার	১
	„ রসসাগর	„ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	খিদিরপুর	॥০
অৰ্দ্ধ সাপ্তাহিক।—	সমাচার চন্দ্রিকা	„ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশীপুর	১
	সংবাদ রসরাজ	„ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	শোভাবাজার	॥০
	বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	„ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যো	বৰ্দ্ধমান	॥০
সাপ্তাহিক।—	গবর্ণমেণ্ট গেজেট	„ জে, সি, মার্ষমান	শ্রীরামপুর	১
	* সমাচার দর্পণ	„ টৌনসেণ্ড সাহেব	ঐ	১
	সংবাদ সাধুরঞ্জন	„ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	।০
	„ জ্ঞানোদয়	„ চন্দ্রশেখর মুখো	বহুবাজার	॥০
	„ বৰ্দ্ধমান	„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বৰ্দ্ধমান	॥০
	বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	— —	ঐ	॥০
	রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	„ দিগাম্বর [নীলাম্বর] মুখোপাধ্যায়	রঙ্গপুর	॥০
অৰ্দ্ধমাসিক।—	নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা	শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন	পাথুরিয়াঘাটা	।০
	জ্ঞানদর্শন	— —		।০
মাসিক।—	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোড়াসাঁকো	১
	উপদেশক	„ পাদ্রি তামস সাহেব	বাহিররাস্তা	৵০
	সত্যার্ণব	„ জে, লং সাহেব	মৃজাপুর	⁄১০
	* বিবিধার্থ সংগ্রহ	„ রাজেন্দ্রলাল মিত্র	সুঁড়া	৶০
	* জ্ঞানারুণোদয়	„ রামচন্দ্র কৰ্ম্মকার	শ্রীরামপুর	।০

গত বৎসরের মধ্যে নিম্নের লিখিত কয়েক খান সংবাদ পত্র প্রকাশ রহিত হয়।

সৰ্ব্বশুভকরী	শ্রীযুত মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	বহুবাজার
সত্যপ্রদীপ	„ টৌনসেণ্ড সাহেব	শ্রীরামপুর
সংবাদ সুধাংশু	„ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	হেতুয়া
„ সজ্জনরঞ্জন	„ গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	পাথুরিয়াঘাটা
কৌস্তুভ কিরণ	„ রাজনারায়ণ মিত্র	শোভাবাজার

* গত বৎসরের মধ্যে * এই চিহ্নিত কয়েক খান পত্র প্রকাশ হয়।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র ন্যায় ১২ এপ্রিল ১৮৫২ (১ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে"র সঙ্গে "তৎকাল-প্রচলিত" ও "১২৫৮ সালে তিরোধানপ্রাপ্ত" সাময়িক-পত্রের দুইটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকর' সংগ্রহ করিতে না পারিলেও গুপ্ত-কবির রচনার ইংরেজী অনুবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তটি ৮ মে ১৮৫২ তারিখের 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্ল', এবং তালিকা দুইটি ১৫ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা এণ্ড ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রে অনূদিত হয়।

১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক-পত্রের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র উপরিউদ্ধৃত তালিকার মিল আছে, কেবল 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' ও 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' এই দুইখানির নাম 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র তালিকায় বাদ পড়িয়াছে।

"১২৫৮ সালে তিরোধানপ্রাপ্ত" যে-সকল সাময়িক-পত্রের উল্লেখ গুপ্ত-কবি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'জ্ঞানদর্শন' ও 'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' পত্রের নাম 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত "তিরোধানপ্রাপ্ত" কাগজগুলির তালিকায় স্থান না পাইয়া ভুলক্রমে "তৎকাল-প্রচলিত" সাময়িক-পত্রের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গুপ্ত-কবি লিখিয়াছেন, "১২৫৮ সালে ৭ খানি নূতন কাগজের জন্ম হয়; তাহাদের মধ্যে একখানির মৃত্যু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল।" এই সাতখানি কাগজ বোধ হয়,— 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ,' 'জ্ঞানারুণোদয়,' 'সমাচার দর্পণ,' 'কাশীবার্ত্তা-প্রকাশিকা,' 'সংবাদ জ্ঞানোদয়,' 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ও 'জ্ঞানদর্শন'।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র তালিকায় মাত্র চারিখানি কাগজকে তারকা-চিহ্নিত করিয়া নূতন কাগজ বলা হইয়াছে।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি—১২ এপ্রিল ১৮৫৩

১২ এপ্রিল ১৮৫৩ (১ বৈশাখ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তৎকাল-প্রচলিত এবং তৎপূর্ব্বে মৃত সাময়িক-পত্রের দুইটি তালিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত পত্রের নাম

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে মৃত সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা এখানে দিতেছি। এই গ্রন্থের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়, ১৮৫১ সনের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তিরোধানপ্রাপ্ত সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি; সেগুলির পুনরুল্লেখ না করিয়া, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে বাকী মৃত পত্রগুলির নাম এখানে উল্লেখ করিব। আর একটি কথা বলা দরকার। 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'

পত্রে প্রকাশিত মৃত পত্রের তালিকায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র উল্লেখ নাই।—

৫৪। সর্ব্বরসরঞ্জিনী, ৫৫। দিনমণি, ৫৬। সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা, ৫৭। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ, ৫৮। জ্ঞানদর্পণ, ৫৯। সজ্জনরঞ্জন, ৬০। সুধাংশু, ৬১। কৌস্তুভ কিরণ, ৬২। সত্য-প্রদীপ, ৬৩। সর্ব্বশুভকরী, ৬৪। হিন্দু বন্ধু, ৬৫। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, ৬৬। জ্ঞানচন্দ্রোদয়, ৬৭। বিদ্যারত্ন, ৬৮। সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড, ৬৯। সমাচার দর্পণ [৩য় পর্য্যায়], ৭০। জ্ঞানারুণোদয়, ৭১। সংবাদ শশধর, ৭২। সাগর, ৭৩। পুরাতন চন্দ্রিকা, ৭৪। বিশ্ববিলোকন, ৭৫। মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ, ৭৬। জ্ঞানোদয় [২য় পর্য্যায়]।

জীবিত পত্রের নাম

১২ এপ্রিল ১৮৫৩ (১ বৈশাখ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক-পত্রের এই তালিকাটি মুদ্রিত হইয়াছে ঃ—

সংবাদ প্রভাকর	...	দৈনিক	...	সংবাদ পত্র
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	দৈনিক	...	সংবাদ পত্র
সংবাদ ভাস্কর	...	বারত্রয়িক	...	সংবাদ পত্র
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	মাসিক	...	ধর্ম্ম পত্র
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	...	পাক্ষিক	...	ধর্ম্ম পত্র
গবর্ণমেণ্ট গেজেট	...	সাপ্তাহিক	...	আইন পত্র
সংবাদ সাধুরঞ্জন	...	সাপ্তাহিক	...	সংবাদ পত্র
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
সংবাদ বর্দ্ধমান	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
সম্বাদ জ্ঞানোদয়	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
সংবাদ রসরাজ	...	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	...	ঐ
সংবাদ বিভাকর	...	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	...	ঐ
নূতন সমাচার চন্দ্রিকা	...	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	...	ঐ
উপদেশক	...	মাসিক	...	ধর্ম্মপুস্তক
সত্যার্ণব	...	মাসিক	...	ঐ
বিবিধার্থ সংগ্রহ	...	মাসিক	...	নানা বিষয়ক
ধর্ম্মরাজ	...	মাসিক	...	ঐ

'বিদ্যারত্ন', 'সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড'

১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

> আমরা [গত বর্ষে প্রকাশিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাসে] মৃত পত্রের সংখ্যা প্রকাশের স্থানে দুইটি পত্রের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম, অর্থাৎ তারাচাঁদ শিকদার মহাশয়ের প্রণীত 'বিদ্যারত্ন' যাহা অতিঅল্প দিবসমাত্র জীবিত ছিল, এবং বাবু যুগলকিশোর শুক্র মহাশয়ের প্রকাশিত 'সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড' নামক পত্র যাহা অধিক কাল পাঠকদিগের দৃষ্টিপথে বিচরণ করে নাই।

দেখা যাইতেছে, তারাচাঁদ শিকদারের 'বিদ্যারত্ন' ১৮৫২ সনের পূর্ব্বেই অল্প দিনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার সঠিক প্রকাশকাল এখনও জানিতে পারি নাই।

যুগলকিশোর শুক্র [শুকুল] ১৮২৬ সনে প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুপ্ত-কবি সম্ভবতঃ 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র স্থলে 'সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড' লিখিয়াছেন।

বিদ্যাদর্পণ

১৮৫৩ সনের এপ্রিল (?) মাসে 'বিদ্যাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

> বৈশাখ, ১২৬০।...প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বিদ্যাদর্পণ' নামে পুস্তকাকারে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।*

—?

'বিদ্যাদর্পণ' প্রকাশিত হইবার এক মাস পরে বিভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৪ জুন ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> জ্যৈষ্ঠ, ১২৬০।—...বিভাকর যন্ত্রে একখানি মাসিক পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তাহার রচনা পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

এই মাসিক পত্রখানির নাম এখনও জানিতে পারি নাই।

---

* "১২৬০ সালের বৈশাখ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০ (১৩ মে ১৮৫৩)।

সুলভ পত্রিকা

'সুলভ পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৬০ সালের শ্রাবণ (১৮৫৩, জুলাই) মাসে 'রাসরসামৃত', 'রসরাজ' প্রভৃতির গ্রন্থকার দ্বারিকানাথ রায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতে "ভূমিকা"টি উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা পাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

যদিও এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের অজ্ঞানতমোদূরীকরণাশয়ে বহুবিধ জ্ঞানপ্রদ পরম রমণীয় নিয়মিত পত্রসমূহ প্রচার হইতেছে, তথাচ শুভ ব্যাপারের যত আধিক্য হয় ততই দেশের কল্যাণের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এতদ্দেশে এমত কোন২ বিদ্যানুরাগি ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে অধিক মূল্য প্রদানপূর্ব্বক কোন পত্র পরিগ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মনোমধ্যে পত্রপাঠের লালসা উদয় হইয়াই লয় হয়। এই বিবেচনায় আমরা মাসিক /১০ ও অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা মাত্র অতি সুলভ মূল্যে এই সুলভ পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। কি ধনবান্, কি মধ্যাবস্থ, কি দরিদ্র, যে কোন ব্যক্তি হউন মাসিক ৫।৬ পয়সা প্রদানে কেহই অসমর্থ নহেন। সুতরাং ইহার রসাস্বাদনে কেহই বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই পত্রিকা অতি সুলভ মূল্যে প্রচারিত হইবে বটে, কিন্তু সদভিপ্রায় ও সৎপ্রবন্ধে ইহার রচনা কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ যত্নযুক্ত হওয়া যাইবেক। ফলতঃ আমরা যে তদ্বিষয়ে নিতান্তই কৃতকার্য্য হইব এমত ভরসা করিতে পারি না। কেননা এতদ্দেশে যে সকল প্রধান২ পত্র, পত্রিকা, ও পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তাহার ভাবভঙ্গী, রসমাধুরী, শব্দবিন্যাস ছটা, ও অনুপ্রাস ঘটাদ্বারা মোহিত হইতে হয়। তদ্রূপ সুমিষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রচনা করা অস্মদাদির পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বটে, তথাপি পণ্ডিত মহাশয়দিগের মত এই যে, সাধু ব্যাপার সিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য হইলেও তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে প্রবর্ত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা। এই ভরসায় ভর করিয়াই অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক এই পত্রিকা প্রকটনে প্রবর্ত্ত হওয়া গেল। ইহাতে সাধ্যানুসারে নিয়ত নীতি, ধর্ম্ম, ও রাজকীয় বিষয় বর্ণনা করা যাইবেক। যে তিন বিষয় অবলম্বন করাতে যাবদীয় প্রাণিহইতে মনুষ্যমণ্ডলীর এত গৌরব হইয়াছে। এবং যাহার প্রভাবে সংসারযাত্রা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই তিন বিষয়ের অভাব হইলে নর ও পশুতে কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না। অতএব আমরা ইহার প্রতি সংখ্যার প্রথমেই "বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক এক দীর্ঘ প্রবন্ধরচনা ক্রমশঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। যাহাতে এ দেশের সমুদায় রীতি, নীতি, ধর্ম্মবর্ত্ম পর্য্যন্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত থাকিবে। এবং সুযুক্তি ও সৎপ্রমাণ সহযোগে দারুণ দূষণাবহ দেশাচারসকল পরিবর্ত্তনের পথ প্রদর্শিত হইবেক; যৎপাঠে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এতদনুসঙ্গে ক্রমে২ পুরাবৃত্ত, প্রাণিবিদ্যা, মনোহর ইতিহাস, নানারসকবিতা, ভূগোল ও খগোল বৃত্তান্ত, শিল্প ও জ্যোতিষতত্ত্ব, হাস্য রসোদ্দীপক কথাদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইবে। এবং বহুবিধ উত্তমোত্তম সংস্কৃত, ইংরেজি ও পারস্য গ্রন্থসমূহের সার অনুবাদিত হইবেক। অর্থাৎ যে কোনরূপে সাধারণের উপকার ও মনোরঞ্জন হয় তদর্থ বিশেষ যত্নবান্ হওয়া যাইবেক। অতএব আমরা ভরসা করি,

গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহক মহাশয়েরা অবশ্যই অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুরাগ সহকারে ইহা গ্রহণ করিয়া অস্মদাদির শ্রম সফল ও বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

'সুলভ পত্রিকা'র প্রথম তিন সংখ্যার শিরোদেশে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক মুদ্রিত ছিল :—

তপোজপ মহাদান পৃথিবীতীর্থদর্শনাৎ।
শ্রুতিপাঠাদনশনাদ্ব্রত দেবার্চনাদপি॥
দীক্ষায়াঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ষোড়শীং জ্ঞানলাভস্য কলাং নার্হতি তৎফলং॥

কিন্তু চতুর্থ সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৬০) হইতে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইতে থাকে :—

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন।
জান না নিমেষে হরে সকলি শমন॥
অতএব রিপুকুলে করিয়ে দমন।
যাতে জ্ঞানোদয় হয় করহ এমন॥
জ্ঞানিলোক লোকান্তরে করিলে গমন।
কীর্ত্তি তাঁর ধরাতলে করয়ে রমণ॥

'সুলভ পত্রিকা'র মলাটের চারি কোণে এই চারিটি পংক্তি মুদ্রিত থাকিত :—

বাল্যকাল হরিলে হে ক্রীড়ার প্রসঙ্গে।
যৌবন হরিলে সদা মদগর্ব্ব রঙ্গে।
বার্দ্ধক্য হরিলে বৃথা চিন্তার তরঙ্গে।
প্রণয় করিবে কবে জ্ঞানরত্ন সঙ্গে।

৪ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, হোগলকুড়িয়া, কলিকাতা, নিউ প্রেস যন্ত্রালয় হইতে 'সুলভ পত্রিকা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। ৯ম সংখ্যায় (চৈত্র ১২৬০) এই পত্রিকার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়। ইহার পর পত্রিকা-প্রকাশ লইয়া প্রকাশকদের সহিত সম্পাদকের বিচ্ছেদ ঘটে।

২৭ নবেম্বর ১৮৫৪ (১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬১) তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

কলিকাতা নিউপ্রেস নামক যন্ত্রালয় হইতে কতিপয় মাসাবধি সুলভ পত্রিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়া বহু সংখ্যক গ্রাহকবর্গের মনোরঞ্জন করিতেছিল, পরন্তু কয়েক মাসাবধি তদীয় সম্পাদক শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় সম্পাদকীয় কর্ম্মে অত্যন্ত ঔদাস্য ও শৈথিল্য করাতে কিয়দ্দিবস ঐ পত্রিকা যথানিয়মে প্রকটিত হয় নাই, অধুনা উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা রায় মহাশয়কে ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান পূর্ব্বক শ্রীযুত লালবিহারী দে মহাশয়কে সম্পাদকীয় ভারার্পণ করিয়াছেন, দে মহাশয় বিনা-বেতনে ঐ গুরুতর ভার সহ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন,...।

অপিচ শ্রুত হইল পদচ্যুত সম্পাদক সুলভ-পত্রিকা আখ্যাতে অপর এক পত্র প্রচারিত করিতে মানস করিয়াছেন, কিন্তু এক নামে দুই পত্র প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে আমরা তাহা

কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, দেখা যাউক কোন্ পক্ষ জয়যুক্ত হয়েন।—'সংবাদ প্রভাকর'—২৭ নবেম্বর ১৮৫৪।

এই বিচ্ছেদের ফলে ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বারিকানাথ রায় 'সুলভ পত্রিকা'র ২য় খণ্ড জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর সাহায্যে ইণ্ডিয়ান ফেয়ার যন্ত্রালয় হইতে পূর্ব্ববৎ প্রকাশ করেন।

ওদিকে আবার পূর্ব্বপ্রকাশক—কলিকাতা নিউ প্রেস যন্ত্রালয়ও 'সুলভ পত্রিকা' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার "২ খণ্ড, ১৫ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৬১)" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ইহারও কণ্ঠে "ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন" প্রভৃতি শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা নিউ প্রেস যন্ত্রালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সুলভ পত্রিকা' কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায় এবং কয়েক বৎসর পরে পুনঃপ্রচারিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১২৭১ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> পুস্তক প্রাপ্তি।…"সুলভ পত্রিকা ১ম খণ্ড" নিউপ্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।

'সুলভ পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :— ১ম খণ্ড, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা।
২ খণ্ড, ১৫ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৬১), পৃ. ৮১-৯৬।
২য় খণ্ড, ২য়, ৪র্থ, ৭ম সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৬২)।
শ্রীসজনীকান্ত দাস :— ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা (মাঘ ১২৬২)
শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার :—১ম খণ্ড (শ্রাবণ-চৈত্র ১২৬০)।

ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা

১৮৫৩ সনের অক্টোবর (?) মাসে 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> কার্ত্তিক, ১২৬০। 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ হয়। *

* "সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)।

পত্রিকাখানি অল্প দিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৪ সনের এপ্রিল মাসে ইহা পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৬ মে ১৮৫৪ (৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

জাগুলিয়া হিতৈষি সভার পত্রিকা পুনর্ব্বার গত বৈশাখ মাসাবধি প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহা প্রাপ্তানন্তর পাঠ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, পত্রের পরিমাণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় তিন ফারমা···। জাগুলিয়া গ্রামের ভদ্র বংশোদ্ভব যুবকগণ সামান্য ও অলিকামোদে কাল ক্ষেপণ না করিয়া এইরূপ সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক তদধীনে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে সৎ সন্দর্ভ সকল প্রকাশ করাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব···।

পাষণ্ড দলন

১৮৫৩ সনের শেষাশেষি 'পাষণ্ডদলন' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

অগ্রহায়ণ, ১২৬০।···'পাষণ্ড দলন' নামে একখানি অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কয়েক বার প্রকাশ হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে।*

চিকিৎসা রত্নাকর

'চিকিৎসা রত্নাকর' নামে একখানি মাসিক পত্র ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হলধর সেন। পাদরি লং তাঁহার মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৩৪) লিখিয়াছেন :—

Chikitsa Ratnakar, No. 1, 2, 3 ; 4 as. per No. Su. P., 1853, by Haladhar Sen. Gives from the Sanskrit *Nidan* or Medical Shastras, the causes, symptoms, remedies of diseases.

রসার্ণব

১৮৫৪ সনের জানুয়ারি (?) মাসে 'রসার্ণব' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

মাঘ, ১২৬০। বাবু রাধামাধব মিত্র কর্ত্তৃক রসার্ণব নামে ⁄৹ মূল্যে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়।†

---

* "সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)।

† "১২৬০ সালের মাঘ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ ফাল্গুন ১২৬০ (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪)।

সংবাদ দিনকর

১৮৫৪ সনের ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ দিনকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৩ই মার্চ (১ চৈত্র ১২৬০) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

'সংবাদ দিনকর' নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র গত ১৭ ফাল্গুন সোমবার দিবসে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সমাচার সুধাবর্ষণ

'সমাচার সুধাবর্ষণ' একখানি দ্বিভাষিক (বাংলা ও নাগরী) প্রাত্যহিক পত্র; ১৮৫৪ সনের জুন মাসে "কলিকাতা বড়বাজার কোমলনয়নের বেড নং ১৬।১০ ভবন হইতে প্রকাশ হয়।" ১০ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামক এক প্রাত্যহিক পত্র দেবনাগর এবং বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহার ৫৪ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে জাহাজি সংবাদ, জিনিসের দর ও অন্যান্য দেশীয় দুই একটা সংবাদ লিখিত আছে।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন—শ্যামসুন্দর সেন। ইহাতে প্রকাশিত একখানি পত্রের শিরোনামায় আছে :—"বিচক্ষণবর শ্রীযুত শ্যামসুন্দর সেন সমাচার সুধাবর্ষণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।"* "যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের

* 'সমাচার সুধাবর্ষণ,' ২১ মে ১৮৫৫।

ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক"—এই বলিয়া 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।*

'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে, এ-সংবাদ হিন্দীভাষা-ভাষীদের জানা না থাকিতে পারে।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—এক সংখ্যা—১২ জুন ১৮৬৮ ('১৫ বালম। ৫৩ নং')

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—১৬ এপ্রিল ১৮৫৫ ('২ বালম সংখ্যা ৩৩২') হইতে ৪ জানুয়ারি ১৮৫৬।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮ সনের ('৫ম বালম') ১৯০৯-১০, ১৯১২-২৬ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা

১৮৫৪ সনের আগষ্ট মাসে 'মাসিক পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, উভয়েই সে-যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি।† এই পত্রিকা প্রধানতঃ মহিলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

> মাসিক পত্রিকা নং ১। বাং তাং ১ ভাদ্র শাল ১২৬১। ইং তাং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।
>
> এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

'মাসিক পত্রিকা' চারি বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ইহার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) হইতে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'মাসিক পত্রিকা' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

---

* 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা,' ৪র্থ সংখ্যা—বিজ্ঞাপন।

† "Radha Nauth Sickdar...conducted with me a monthly Bengali Magazine called 'Masic Patrica' for about three years."—Peary Chand Mittra : *A Biographical Sketch of David Hare*, p. 32.

শ্রাদ্ধে কিছু মাত্র ফল নাই।

শ্যামলাল বাবুর শ্রাদ্ধ বড় জাঁক জমকে হইল, রুপার যোড়স্ হয়, আর থাল ঘড়া গাড়, বনাৎ গরদের কাপড় অনেক উৎসর্গ হয়, ব্রাহ্মণ ভোজনও উত্তম হয়, সকলেই **শ্যামলাল** বাবুর পুত্রগণকে প্রশংসা করিতেছে।

লোকে কি শ্রাদ্ধের জোরে স্বর্গে যায়? তাহা হইলে কেবল বড়মানুষেরা স্বর্গে যাইত, কারণ তাহাদিগেরি শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইয়া থাকে। গরীবদিগের শ্রাদ্ধ কখন হয়, কখন বা না হয়, যখন হয় তখন অতি কষ্টেই হয়, শ্রাদ্ধের দ্বারা লোকে স্বর্গে গেলে, গরীব লোকের স্বর্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই।

এমন কথা কখন সত্য হইতে পারে না। ধনী হইলেই লোকে যে পুণ্যবান হয় তাহা নয়। দেখ অনেক বড়মানুষ মিথ্যাবাদি, জুয়াচোর। প্রায় সকলেই মদখোর, বেশ্যাবাজ্। ইহারা মরিলে ইহাদিগের শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইবেক, শ্রাদ্ধের জোরে ইহারা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবেক না, কারণ ইহারা স্বর্গে গেলে স্বর্গ জুয়াচোরে মাতালে পরিপূর্ণ হইবেক, এমন স্থান ভদ্র লোকের বাস যোগ্য নয়।

ধন কিম্বা শ্রাদ্ধের জোরে লোকে স্বর্গ গমন করে না। মানবেরা ধনিকে সম্মান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সম্মুখে যেমন বড়মানুষ তেমনি গরীব, উভয়ই সমান। ধনী হউক বা নির্ধন হউক, তিনি পাপিকে দণ্ড করেন, কেবল পুণ্যবানকে স্বর্গে যাইতে দেন।

যদি বল পুণ্যবানের লক্ষণ কি? তাহার উত্তর এই, সত্য বাক্য কহা, অনভিমানী হওয়া, মদ্যপান বেশ্যাবাজি ত্যাগ করা, সর্ব্ব সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, পিতা মাতার সেবা করা, পত্নীকে ভালবাসা, সন্তানদিগকে লেখা পড়া উত্তম আচরণ শিখান, সাধ্যক্রমে পরের, বিশেষতঃ গরীব অনাথার উপকার করা, এই সকল লক্ষণ যাহার আছে, তিনিই পুণ্যবান, তাহার ধন থাকুক বা না থাকুক, তাহার শ্রাদ্ধ হউক বা না হউক, তিনি অবশ্য অবশ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন।

যদি বল ঈশ্বরের উপাসনা কি ধর্ম্ম কর্ম্ম নয়? তাহা করিলে কি লোকে স্বর্গে যায় না? এ কথার উত্তর এ স্থানে লেখা হইল না, আগামী পত্রিকায় লেখা যাইবেক।

'মাসিক পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—প্রথম বর্ষের ১০ম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা এবং তৃতীয় বর্ষের ১১শ সংখ্যা।

বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা:—প্রথম বর্ষ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস:—চতুর্থ বর্ষ ("বালম ৪। নং ১ তাং ১ ভাদ্র শাল ১২৬৪। ইং তাং ১৬ আগষ্ট শাল ১৮৫৭ হইতে বালম ৪। নং ১২ ১ শ্রাবণ ১২৬৫। ১৬ জুলাই ১৮৫৮।")

মাসিক পত্রিকা নং ১।

বাং তাং ১ ভাদ্র শাল ১২৬১। ইং তাং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

শ্রাদ্ধে কিছু মাত্র ফল নাই।

শ্যামলাল বাবুর শ্রাদ্ধ বড় জাঁক জমকে হইল, রুপার ষোড়স্ হয়, আর থাল ঘড়া গাড়ু বনাৎ গরদের কাপড় অনেক উৎসর্গ হয়, ব্রাহ্মণ ভোজনও উত্তম হয়, সকলেই শ্যামলাল বাবুর পুত্রগণকে প্রশংসা করিতেছে।

লোকে কি শ্রাদ্ধের জোরে স্বর্গে যায়? তাহা হইলে কেবল বড়মানুষেরা স্বর্গে যাইত, কারণ তাহাদিগেরি শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইয়া থাকে। গরীবদিগের শ্রাদ্ধ কখন হয়, কখন বা না হয়, যখন হয় তখন অতি কষ্টেই হয়, শ্রাদ্ধের দ্বারা লোকে স্বর্গে গেলে, গরীব লোকের স্বর্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই।

এমন কথা কখন সত্য হইতে পারে না। ধনী হইলেই লোকে যে পুণ্যবান হয় তাহা নয়। দেখ অনেক বড়মানুষ মিথ্যাবাদি, জুয়োচোর। প্রায় সকলেই মদখোর, বেশ্যাবাজ্। ইহারা মরিলে ইহাদিগের শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইবেক, শ্রাদ্ধের জোরে ইহারা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবেক না, কারণ ইহারা স্বর্গে গেলে

ক

['মাসিক পত্রিকা'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

প্রকৃত মুদ্গার

১৮৫৪ সনের নবেম্বর মাসে 'প্রকৃত মুদ্গার' নামে এক আনা মূল্যের একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'মাসিক পত্রিকা'র বিপক্ষতা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। গুপ্ত-কবি ৩০ নবেম্বর ১৮৫৪ (১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

'প্রকৃত মুদ্গার' ইত্যভিধেয় এক ক্ষুদ্রাকার মাসিক পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাষা লেখা উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনব মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করাই সম্পাদকের অভিপ্রায়, ফলতঃ এইরূপ বাদানুবাদে দেশের কি উপকার তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। মাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রচলিত প্রথার প্রতিকূলে অনেক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন, ঐ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ ও মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ হইতেছে তখন তাহাতে একেবারে সাহেবি অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় না একথা অতিশয় যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেরই সাহেবি মেজাজ ও তাঁহারদিগের লেখাতেও সাহেবি গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে মুদ্গর প্রকাশকের একেবারে কটূক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া বসা উচিত হয় না,...

এই প্রকৃত মুদ্গারের মূল্য /০ এক আনা মাত্র,...।

'প্রকৃত মুদ্গার' পত্রের ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুম :—"সংখ্যা ২। ১৬ পৌষ ১২৬১। ইংরাজি ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৪ শনিবার।

সিদ্ধান্ত দর্পণ

১৮৫৫ সনের মার্চ মাসে 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন"টি দেখিতেছি :—

বর্ত্তমানে এতদ্দেশে অনেকানেক মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার পরিপূরিত ও নীতি বিষয়ক প্রস্তাবিত পত্র সকল প্রকাশ হইয়া এতদ্দেশের অনেক অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে অতএব এই মহোপকার বিষয়ের যত উন্নতি হইবেক দেশের ততই মঙ্গলোন্নতির সম্ভাবনা এতদর্থে আমরা কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া এই 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম...। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাহক।

'সিদ্ধান্ত দর্পণ' পত্রের ফাইল :—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম সংখ্যা "১০ চৈত্র ১২৬১। ইংরাজী ২২ মার্চ্চ ১৮৫৫।"

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' কালীপ্রসন্ন সিংহ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। কিন্তু এই পত্রিকাখানির কথা এত দিন কাহারও জানা ছিল না; এমন কি, কালীপ্রসন্নের ইংরেজী ও বাংলা জীবনচরিত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষও ইহার সন্ধান দিতে পারেন নাই।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মলাটের অনুলিপি দিতেছি :—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।

মাসিক প্রকাশ্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।

বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ :—সভ্যতার বিষয়, পৃ. ১-৯; চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), পৃ. ৯। দশম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা হইতে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ—২০ এপ্রিল ১৮৫৫—জানা যাইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্তব্যক্তি ব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্য্যালয়ে তত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন; ইহার মূল্য ⁄॰ এক আনা মাত্র।

যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা,
১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ,
সম্পাদক

সভ্য মাত্রেই বিনা মূলে একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার ২য় সংখ্যার মলাটও প্রথম সংখ্যার অনুরূপ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১-২০। ইহাতে মুদ্রিত রচনাগুলির নাম :—বাল্য বিবাহ (পৃ. ১১-১৩), কৌলীন্য (পৃ. ১৪-১৭), চাঞ্চল্য (পৃ. ১৭-১৮), বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা (পৃ. ১৮-২০)।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি এ-যাবৎ কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই কারণে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, পৃ. ১২৬-৩৪) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। এখানে কেবল প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সভ্যতার বিষয়' প্রবন্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত হইল :—

> হায়! দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশীয় লোকেরা এই সমস্ত হিতজনক বিষয়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ প্রযুক্ত সামান্য লোকদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে কুসংস্কাররূপ বিষম বৃক্ষ বপন করাতে মহানর্থের কারণ হইয়াছে। তাহারা পৃথিবীকে ত্রিকোণ এবং ইহাতে সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি অতি অপকৃষ্ট মত সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া দিলেও স্বাবলম্বিত মত ঈশ্বর প্রণীত জ্ঞানে তাহাতে হেয় এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সুতরাং নির্ম্মল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের সহিত তাহাদিগের আন্তরিক প্রণয় না হওয়াতে মনোবিচ্ছেদ হেতু অশেষ বিপদ উৎপত্তি হয়। ঐক্যতা যে কি পরমোৎকৃষ্ট পদার্থ তাহাতে তাহারা এককালে বঞ্চিত থাকায় পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহোপলক্ষে সাধ্যমত অনর্থ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াও পরানিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। কেহ কোন ব্যয়সাধ্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানার্থে তাহারদিগের নিকট যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহারা স্বীয় বারাঙ্গনা ও সুরা সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতরে যে ব্যয় স্বীকার করেন, তদ্দ্বারা অশেষ প্রকার দেশের হিত সাধন ও মঙ্গল বর্দ্ধন হইতে পারে। কোন কোন স্থানে বারয়ারি পূজোপলক্ষে বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অনায়াসেই পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোকদিগের গমনাগমনোপযোগী বর্ত্ম, দুর্দ্দান্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত ঔষধালয়, পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি পরমোপকারজনক সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্জ্বল করিতে পারে এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। একৈক্য মতাবলম্বন পূর্ব্বক কতদিনে এতদ্দেশীয় লোকেরা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাহা স্মরণ করিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই সমস্ত অন্যায় বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিলে ইহা অবশ্যই বোধ হইবে যে জ্ঞানের অনুশীলন ও ধর্ম্মের ঐক্যতা না থাকাতে এতাদৃশ বিপদোৎপত্তি হইতেছে। হায় এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিল না যে ইংরাজেরা কেবল ঐক্যতাবলম্বন পূর্ব্বক এদেশে আগমন করিয়া সুকৌশলে দলবলে রাজ্য গ্রহণান্তর স্বাধীনরূপে শাসন করিতেছেন। প্রায় তিন শত বৎসরাতীত হইল আমেরিকা দেশ প্রকাশ হইয়াছে, পূর্ব্বে তত্রস্থ লোকেরা অসভ্যাবস্থায় থাকাতে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরমোৎকৃষ্ট একতারূপমূল তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকাতে অল্পদিনের মধ্যেই সেই সমস্ত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া সভ্যতাপথাবলম্বী হওত স্বাধীনরূপে রাজ্য শাসন এবং প্রজা পালন করিতেছেন। হায় মনোদুঃখের বিষয় স্মরণ করিলে নয়ন হইতে অনবরত বারি নিঃসৃত হইতে থাকে, যে অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরা আমেরিকা যে একটি দেশ আছে তাহা বিশেষরূপে অবগত নহেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' এক বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র। অর্থাৎ নীতি ধর্ম্ম ইতিহাস উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংস্কৃত পুরাণোপপুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি তথা অন্যান্য ভাষার বহুতর পুস্তক হইতে অনুবাদিত'—একখানি মাসিক পত্র। আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য ইহার সম্পাদক। ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসে পূর্ণচন্দ্র যন্ত্র হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

আষাঢ়, ১২৬২। 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নাম এক অভিনব মাসিক পত্র প্রকাশ হয়। *

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' পত্রের মলাটের উপর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক শোভা পাইত :—

ইতিহাসপুরাণানি কাব্যাখ্যানকথাস্তথা।
হ্লাদয়ন্তি হৃদম্ভোজমম্ভোজং ভাস্করো যথা॥

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "অবতরণিকা" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

...আমরা দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিলাষে 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র এবং কাব্য নাটক, তথা নীতিশাস্ত্রাদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ২ ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতদ্ভিন্ন পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে যে সময়ে যে২ অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক পুস্তকচয় হইতেও অনুবাদ পূর্ব্বক কিছু২ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব, অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও ত্রুটি হইবে না, যে২ বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত বা অহিত সর্ব্ব সাধারণের বুদ্ধি পথে উদিত হইতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পুরঃসর হিত সম্পাদন সম্ভব, সময়ে২ সে সকল বিষয়েরও আলোচনা করা যাইবে।

---

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' (পৃ. ৩৪১) লিখিয়াছেন যে, 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' ১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।

এই 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রতি মাসে এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না, বৎসরে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ পাইবে। পাঠকবর্গ দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য অগ্রে প্রদান করিলে অতি সুলভ মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকায় প্রাপ্ত হইবেন, এক এক সংখ্যার মূল্য দিলে চারি আনা দিতে হইবে।...

প্রথম সংখ্যার "নির্ঘণ্ট" এইরূপ ঃ—

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' সর্ব্বসমেত ৩৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে সংখ্যাগুলি নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় নাই।

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঃ—সম্পূর্ণ ফাইল। (মলাটবিহীন)
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ঐ । (মলাটবিহীন)

জ্ঞানবোধিনী

১৮৫৫ সনের মে (?) মাসে 'জ্ঞানবোধিনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ ঃ—

জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। কলিকাতা নগরে 'জ্ঞানবোধিনী' পত্রিকা নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা... প্রকাশারম্ভ হয়। *

* 'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

বঙ্গ বার্ত্তাবহ

'বঙ্গ বার্ত্তাবহ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৫৫ সনের মে (?) মাসে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

জ্যৈষ্ঠ ১২৬২।...ভবানীপুরে 'বঙ্গবার্ত্তাবহ' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ হয়।*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ১৬ ভাদ্র ১২৬২ তারিখের 'বঙ্গ বার্ত্তাবহ' পত্রের শেষ চারি পৃষ্ঠা আছে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পত্রাধ্যক্ষ।...

এই পত্র প্রতি মাসের প্রথম এবং ষোড়শ দিবসে ভবানীপুরস্থ হিন্দুপেট্রিয়ট্ যন্ত্রে শ্রীশ্যামাচরণ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত হয় মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১৮৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যাইবে :—

...যে সমস্ত পত্রী প্রচলিত আছে সর্ব্ব সাধারণে তন্মূল্য প্রদান করিতে প্রায় সক্ষম হয় না এক বা অর্দ্ধ মুদ্রা মূল্যের প্রাত্যহিক পত্র গ্রহণ করিতেও অনেকে বিমুখ হন অতএব সকল লোকের সুলভ নিমিত্ত 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রী প্রকটন করা গিয়াছে। এই পত্রীতে নীতি বিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ এবং যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলনে জ্ঞান ও স্বভাব বৃদ্ধি এবং সাধারণোপকার সম্ভাবনা তাহার সংক্ষেপ বর্ণন থাকিবেক। অপাততঃ অক্‌টেবো পরিমাণের ষোড়শ পৃষ্ঠে প্রত্যেক সংখ্যা প্রকাশ হইবে মূল্য সংখ্যা প্রতি এক আনা মাত্র।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার (আশ্বিন, ১২৬২) "নির্ঘণ্ট" এইরূপ :—

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন নবীনচন্দ্র আঢ্য। তিনি 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন বলিয়াও জানা যায়। 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র প্রথম ষোল সংখ্যা সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে (আমড়াতলা গলির ১২ নং গোবিন্দচন্দ্র ধরের ষ্ট্রীট) মুদ্রিত হইয়াছিল।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র প্রথম চারি খণ্ড মাসিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারি খণ্ডের হিসাব দিতেছি:—

প্রথম খণ্ড···১ম—৭ম সংখ্যা, ১২৬২ সাল।
দ্বিতীয় খণ্ড···৮ম—১৯শ সংখ্যা, ১২৬৩ সাল।
২০শ সংখ্যা, ১২৬৪ সাল।
২১শ সংখ্যা, ১২৬৫ সাল।
তৃতীয় খণ্ড···২২শ—২৪শ সংখ্যা, ১২৬৫ সাল।
চতুর্থ খণ্ড···২৫শ—২৮শ সংখ্যা. ১২৬৫ সাল।
২৯শ সংখ্যা, ১২৬৬ সাল।

চতুর্থ খণ্ডের শেষ বা ২৯শ সংখ্যা ৪৬২ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ইহার পর 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র ৫ম খণ্ড পাক্ষিক আকারে (৪৬৩ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ), এবং সর্ব্বশেষে দৈনিক আকারে বাহির হইতে থাকে। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' পত্রে (৫ম-৮ম বর্ষ) 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; তিনি ইহার পাক্ষিক ও দৈনিক পর্য্যায় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

> চতুর্থ খণ্ড বা ঊনত্রিংশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা মাসিক আকারেই বাহির হয়। কিন্তু পঞ্চম খণ্ড বা ত্রিংশ সংখ্যা হইতে ইহা পাক্ষিক আকারে দেখা দেয়।···এই [২৯শ] সংখ্যায় মাঘ ও ফাল্গুন মাসে (১২৬৬ সালের) সংঘটিত কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ আছে। তৎপাঠে মনে হয়, এই ঊনত্রিংশ সংখ্যা ১২৬৬ সালের চৈত্র মাসে বাহির হয়। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, পরবর্ত্তী ১২৬৭ সালে বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার পঞ্চম খণ্ড আরম্ভ হয়। পাক্ষিক আকারের প্রথম সংখ্যাটি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় নাই, সম্ভবত উহা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ এই সংখ্যায় "পাক্ষিক সংবাদ" শীর্ষক (৪৭০ পৃষ্ঠা) ঘটনাবলীর মধ্যে "বৈশাখের শেষ দিবসে বড়বাজারে আফিনহাটার নিকট" সংঘটিত ঘটনাবিশেষের বিবরণ স্থান পাইয়াছে।······
>
> কতদিন এই পত্রিকা পাক্ষিকাকারে চলিয়াছিল, এবং তাহার পর ইহা সাপ্তাহিক আকারে বাহির হইয়াছিল কি না—বলা সুকঠিন। কারণ আমরা পাক্ষিকাকারে প্রকাশিত পত্রিকার ৪৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এই ৪৩ সংখ্যা ১২৬৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহা বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের অন্তর্গত সংখ্যা। এই সংখ্যার পরে আমরা ১২৭৫ সালের

২রা বৈশাখের 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা'র দর্শন পাই। তখন ইহা দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে। মধ্যে আট বৎসরের পত্রিকা আমরা পাই নাই বা দেখি নাই; সুতরাং কবে যে ইহা প্রথম দৈনিক সংবাদপত্ররূপে বাহির হইল তাহা বলিতে পারি না। (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫১-৫৩)

১২৭৫ সালের ২রা বৈশাখের বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা···পত্রিকাখানি রয়েল ৪ পেজী আকারের আটপৃষ্ঠাব্যাপী ছিল।···ইহা রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইত।···প্রতি সংখ্যা পত্রিকার শীর্ষদেশে প্রথমে ইংরাজী তৎপরে দেবনাগর তারপর বাঙ্গালা অক্ষরে পত্রিকার নাম। তৎনিম্নে "Daily Advertiser. প্রাত্যহিক পত্র" এবং দেবনাগর অক্ষরে "হর রোজ পত্র" লেখা আছে। ইহার নীচেই নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে,—

আম্রাত তল্যাখ্যপূরা রমারমা নবীনচন্দ্রাঢ্য সদাঢ্যদাঢ্যতা।
পত্রী সুপত্রীবহতাসতাং সতাং সা বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকাশিকা॥

অর্থাৎ নবীনচন্দ্র আঢ্যের বদান্যতায় আমড়াতলা নামক স্থান হইতে প্রকাশিত, উন্নতিশীল ও সুবিখ্যাত লেখকগণের মনোহর প্রবন্ধাদিদ্বারা অলঙ্কৃত সেই বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।···

আলোচ্য পত্রিকাখানির···"নিবেদনে" সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন,—"পাঠকবর্গ! আমাদিগের বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিল। ইহা আমাদিগের সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। আমরা যৎকালে এই পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিলাম, তখন এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, এই ক্ষুদ্র পত্রিকা সাধারণের তুষ্টিকর হইবে। কিন্তু এক্ষণে স্বদেশ বিদেশের গ্রাহকমণ্ডলী আগ্রহের সহিত পত্রিকা গ্রহণ করিয়া এবং সওদাগর শ্বেতপুরুষেরা, রাজসমাজ সদস্যেরা, সহরের উভয় পার্শ্বস্থিত রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করায় বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে। (৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ২৫০-৫১)

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম সংখ্যা ব্যতীত প্রথম তিন বর্ষ।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম দ্বাদশ সংখ্যা।

মর্ম্ম ধুরন্ধর

১৮৫৬ সনের জানুয়ারি (?) মাসে 'মর্ম্ম ধুরন্ধর' প্রকাশিত হয়। ইহা মাসিক পত্র।

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

মাঘ, ১২৬২।···'মর্ম্ম ধুরন্ধর' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। *

---

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা

১৮৫২ সনে বেহালায় হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "হরিভক্তি স্থাপন করা সভার প্রধান সঙ্কল্প"। এই সভা হইতে ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে একখানি "সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা" প্রকাশিত হয়।* ইহাতে সভা-সম্পাদক গুরুদয়াল রায়ের বার্ষিক অভিভাষণ এবং তন্মধ্যে কয়েকটি ভক্তিরসাত্মক গান থাকিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা সভার বার্ষিক বিবরণ। "এই পত্রিকা সভ্য সমাজে বিতরণার্থ প্রস্তুত হইল"—ইহা পত্রিকার মলাটে মুদ্রিত আছে।

আমি এই সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকার "২ সংখ্যা—বৈশাখ—১২৬৪" দেখিয়াছি। পত্রিকার মলাটের উপর এই সংস্কৃত শ্লোকটি আছে :—

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
ক্ষান্তিকলেরঘোঘস্য নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ॥

ইহার "৬ সংখ্যা—বৈশাখ—১২৬৮" দেখিয়াছি, তাহাতে কিন্তু অন্য একটি শ্লোক আছে, এবং পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতেও এই শ্লোকটিই মুদ্রিত হইয়াছে। শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

'বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা'র ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :— ২ সংখ্যা—বৈশাখ—১২৬৪।
৬ সংখ্যা—বৈশাখ—১২৬৮।
১৭ সংখ্যা। ১১ই পৌষ, ১২৮০।
১২ সংখ্যা, পৌষ ১২৭৫।
২০ সংখ্যা। ১১ পৌষ, ১২৮৩।

সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা

১৮৫৬ সনের মে (?) মাসে 'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। ২৯ মে ১৮৫৬ (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৩) তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ভবানীপুরস্থ হিন্দু পেটরিয়াট যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তৎ-সম্পাদক মহাশয়

* এই সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৬৪) প্রকাশ :—
"অদ্য অস্মদাদির চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভা, দিন গণনায় সভার বয়ঃক্রম চারি বৎসর অষ্ট মাস পঞ্চ দিবস হইল,……।"

যে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যদ্যপি যথা নিয়মে তত্তাবৎ প্রতিপালন করিতে পারেন তবে ঐ পত্রিকা সাধারণ বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদিগের পরম আদরণীয়া হইবেক তাহার সন্দেহ নাই, পরন্তু এই প্রথম সংখ্যক পত্রিকায় যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি, লেখা প্রণালী সিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইলে সাধারণের পাঠোপযোগি হইতে পারে, যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে এই পত্রিকা চিরস্থায়িনী হইয়া তাঁহার পরম প্রেমময় সত্যজ্ঞান বিষয়ে সকলের চিত্তাকর্ষণ করুন।

নবকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন বলিয়া লং উল্লেখ করিয়াছেন। *

'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—৩য় খণ্ড, ২৭ ও ৩৬ সংখ্যা (১৮৫৮ সন)।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ

কাগজখানির নামেই প্রকাশ, ইহা একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হজসন প্র্যাট সাহেবের প্রতিপোষকতায় ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৪ জুলাই ১৮৫৬ (২২ আষাঢ় ১২৬৩)। "এই এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ প্রত্যেক শুক্রবারে ইটালি পদ্মপুকুর ১৪ নম্বর ভবনে সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা, মাসিক অগ্রিম মূল্য।১০ সাড়ে চারি আনা মাত্র।"

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—রেভারেণ্ড ও'ব্রায়ান স্মিথ। ২৫ আগষ্ট ১৮৫৭ তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিত ডিরেক্টর-অব-পাবলিক ইন্সট্রাকশুনের পত্রে প্রকাশ :—

About the beginning of the year under report, a Newspaper in Bengali, called the *Educational Gazette*, was established, under the Editorial charge of the Reverend O'Brien Smith, under the auspices and patronage of this Department, assisted by a Government Grant of Rupees 200 a month. The object is to supply the people in the interior of the country with a Newspaper cheap in price and healthy in tone.—Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57.

দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হয় :—

এডুকেশন গেজেট পত্রের আয়ু আগামি দিবস এক বৎসর পূর্ণ হইবেক, বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমাদিগের পত্রের দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইল; এই অল্প সময়ের মধ্যে এই পত্রের যেরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয়, কোন প্রকার বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের তদ্রূপ স্বল্পকাল মধ্যে

* Long's *Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857,...*(1859), p. 37.

শ্রীসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় নাই, আমরা এতজ্জন্য আমাদিগের অনুগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়গণের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, অপিচ যে সকল সদ্বিদ্বান্ বন্ধু সময়ে সময়ে বিবিধ সৎপ্রবন্ধ দ্বারা এই পত্রের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার প্রদান পূর্ব্বক উল্লেখিত অনুগ্রহের আতিশয্য প্রার্থনা করি। উপস্থিত সংখ্যা হইতে পত্রের কলেবর বৃদ্ধি ও আর আর অভিনব সন্নিয়মাবলী অবলম্বন করণের নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশ মধ্যে উপস্থিত উৎপাত উপলক্ষে অধুনা সকলেই ব্যতিব্যস্ত বিধায় এবিষয়ের ইতি-কর্ত্তব্যতা অবধারিত না হইবাতে এইক্ষণে তাহা স্থগিত থাকিল, দেশমধ্যে পুনর্ব্বার শান্তির উদয়ে এই পত্রের প্রতিভা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। (৩ জুলাই ১৮৫৭, ২য় খণ্ড. ৫৩ সংখ্যা)

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রের সহকারী সম্পাদকের—প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) ভাদ্র, ১২৬৭।...এডুকেসন গেজেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরীর সাধনী বিদ্যা' নাম্নী একখানি বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

(খ) *Education Gazette.*—We are glad to perceive that His Honor the Lieut. Governor has sanctioned for another year, increased contribution of Rs 270 per mensem towards the support of this really useful journal which has been conducted with great ability by Mr. O'Brien Smith, and Baboo Rung Lall Banerjee.—*The Indian Field* for Septr. 20, 1862.

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রকে সরকারী মুখপত্রে পরিণত করিবার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৩ তারিখে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার ফলে সম্পাদকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া ৩০০৲ করিয়া দেওয়া হয়, এবং সরকারী ও অপরাপর বিষয়ে সঠিক সংবাদ লাভ করিয়া সম্পাদক যাহাতে সাময়িক ঘটনাবলী প্রকাশ করিতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করা হয়।* প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন ও পত্রিকার সকল প্রকার দায়িত্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হয়,—গবর্মেণ্ট ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গ রাখেন নাই।

ও'ব্রায়ান স্মিথ 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক-পদে ১৮৬৬ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তিনি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি সম্পাদকীয় আসনে বসিবার পূর্ব্বে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক কিছু দিন যথাক্রমে 'এডুকেশন গেজেট' পরিচালন করিয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয় তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

---

* Report on Public Instruction, Bengal for 1863-64, pp. 8-10.

তখন কলিকাতায় 'এডুকেশন গেজেট' ওব্রায়ান্ স্মিথ সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। কাগজখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। স্মিথ সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা-পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইল। আমি তাঁহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম।...

হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেব বাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট আপিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেব বাবু ইহার সম্পাদক হইলেন।...

বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে। বঙ্কিম বাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্য্যায়, পৃ. ৫৮-৬০।

১৮৬৬ সনের মার্চ মাসে গবর্মেণ্ট প্যারীচরণ সরকারকে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তাঁহার কার্য্যকালে রচনার দিক্ হইতে পত্রিকার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রায় আড়াই বৎসর কৃতিত্বের সহিত পত্রিকা পরিচালনের পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত প্যারীচরণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ সনের মে মাসে ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের নিকট একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়। রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ হতাহত লোকের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তাহা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই। গবর্মেণ্টও রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সাময়িক-পত্রের বিবরণ অবলম্বন করিয়া এবং নিজে অনুসন্ধান করিয়া ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশ করেন:—

ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুর্ঘটনা।—বিগত ২৬ শে বৈশাখ ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অত্যন্ত ভয়ানক বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তৎকালে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যরূপেই বলিতেছেন যে, প্রায় তিন শত লোক মারা পড়িয়াছে। আবার উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কয়েকটী বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেকেই এরূপ অনুভব করিতেছেন যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যখন তাড়াতাড়ি ভগ্ন গাড়ি হইতে হত আহত ব্যক্তিগণকে বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহাতে দুর্ঘটনার চিহ্ন অত্যল্প কাল মধ্যেই নিরাকৃত হয়, সেই চেষ্টায় শশব্যস্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীরা দয়াধর্ম্ম শূন্য হইয়া পড়েন। হত আহত ব্যক্তিরা যে স্থানে ছিল, তথা হইতে ৬।৭ হাত দূরে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার গাড়ি আনিয়া রাখা হয়, এবং এই ৬।৭ হাত ভূমির উপর দিয়া মৃত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণকে যে প্রকার ভয়ানকরূপে নিক্ষেপ করা কিম্বা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যাহারা মৃতপ্রায় ছিল, তাহাদের জীবিত থাকিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। এই

সকল শশব্যস্ত কর্ম্মচারী ভগ্ন গাড়ি হইতে "প্যাসেঞ্জার" বাহির করিবার সময় হত আহতের অল্প মাত্র বিভিন্নতা প্রদর্শন করে, হত ব্যক্তিকেও যেমন বলপূর্ব্বক টানিয়া অথবা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার গাড়িতে রাখে, যে সকল আহত ব্যক্তিরা মৃতপ্রায় হইয়াছিল, অথবা কথা কহিতে অসমর্থ ছিল, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করে। এই প্রকার নৃশংস ব্যবহার দ্বারা যদি একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও প্রাণনাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীর গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। ইহাও অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে যে, প্রকাশ্য রিপোর্টে যিনি যেরূপ লিখিয়া দেউন না কেন, বস্তুতঃ সকল আহত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত-রূপ যত্ন ও শুশ্রূষা করা হয় নাই। যে সকল কর্ম্মচারী ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সদয়চিত্ত হইলে আহত ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করা হইতে পারিত, তাহা অনেকেই বলিতেছেন। বাঙ্গালি দর্শকদিগের কথা যদি সকলে গ্রাহ্য না করেন, তথাপি কলিকাতার পুলিস কমিশনর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব এবং আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় সুপ্রিম কৌন্সিলের মেম্বর সর রিচার্ড টেম্পল সাহেবের কথা অবশ্যই মান্য করিতে হইবে। ইঁহারাও স্বচক্ষে দুইজন আহত ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়াছেন। উঁহারা বিনা যত্নে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, হগ সাহেব ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী প্রেষ্টেজ সাহেবকে তদ্বিষয় অবগত করাতে, উক্ত কর্ম্মচারী হগ সাহেবকে এইরূপ উত্তর দেন যে, "তোমার এ বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার নাই।" এবং পরে হগ সাহেবের ব্যবহার অশিষ্ট বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মৃতপ্রায় মনুষ্যেরা যত্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশে সকলকেই কে না বলিতে পারেন? বিশেষতঃ এস্থলে উক্ত প্রকার দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ চেষ্টাই উক্ত কর্ম্মচারীর একটী প্রধান কর্ম্ম, অতএব এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই আছে। হগ সাহেব যেপ্রকার দয়ালু অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ম্মচারীর প্রধানপক্ষীয় দুই একজন যদি তদ্রূপ দয়া প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে এই দুর্ঘটনা জন্য প্যাসেঞ্জারেরা প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে কোনপ্রকারে দোষী করিতে পারিতেন না। কিন্তু যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অনায়াসেই অধিক দোষারোপ করা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি হতব্যক্তি সমূহকে রাত্রিকালে গোপনে নূতন ট্রেন আনাইয়া স্থানান্তরিত করা, এবং কোথায় নিক্ষেপ করা হইল তাহা কাহাকেও না জানান, অত্যন্ত সন্দেহের কারণ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মৃতব্যক্তিদিগের আত্মীয়বর্গ আসিয়া স্ব স্ব জাতির প্রথা অনুসারে মৃতব্যক্তির শেষ কার্য্য সমাধা করিতে দিবার কোন চেষ্টা হইল না কেন? দুর্ঘটনার পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতদেহ রাখা হইলে নিকটস্থ সকল গ্রামের আরোহীদিগের আত্মীয়স্বজন আসিয়া স্ব স্ব আত্মীয়ের গতি করিতে পারিত, সে সন্তোষ হইতেও মৃতব্যক্তিগণের আত্মীয়বর্গকে বঞ্চিত করা হইল কেন? যে কয়েকখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়, রাত্রিমধ্যে তৎসমুদায় অগ্নি দিয়া ভস্মীভূত করিবারই বা তাৎপর্য্য কি? গোপন করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইবার কি প্রয়োজন ছিল? যখন রাত্রিমধ্যেই চুপে চুপে সমস্ত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া কুষ্টীয়ার নীচে পদ্মাতে বা অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তখন প্রকাশ্য রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক

মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসেই লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া অথবা ঐ রাত্রির মধ্যেই বারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুর্ঘটনা স্থানে আনাইয়া তাঁহাকে সমস্ত হত আহত ব্যক্তি দেখাইয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণের পর যদি মৃতদেহ পদ্মাতে এবং আহত ব্যক্তিগণকে হাঁসপাতালে পাঠান হইত, তাহা হইলে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের অন্ততঃ আইনসঙ্গত কর্ম্ম করাও হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহাও করেন নাই। ইহার কারণ কি? সকলেই বলিতেছে যে তাড়াতাড়িতে কতকগুলি মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও মৃতব্যক্তির সহিত এক গাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মায় বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এরূপ যথার্থ ঘটিয়াছে কি না, রেলওয়ে কর্ম্মচারীর মধ্যে যাঁহারা ভগ্নগাড়ী খালাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন। অপর কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না। কিন্তু সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। শ্যামনগরের নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের মুখেও ঐ কথা শুনা যায় এবং তাঁহারা বলেন, যে হত আহতের সংখ্যা তিন শতের ন্যূন নহে। যে সকল ব্যক্তি হত বা আহত হইয়াছিল তাহাদের ঘড়ী, অলঙ্কার, টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কোথায় গেল, কে লইল তাহারও কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই। শুনা গেল জনৈক আহত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দুইএকজন তাঁহার পকেটে হাত দেওয়াতে তিনি যেমন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখেন তৎক্ষণাৎ দস্যুবৎ কর্ম্মচারীরা অন্যদিকে যায়। এই সকল কর্ম্মচারী লুঠ করিতে গিয়াছিল সাহায্য দিতে যায় নাই।

যাহাতে এই দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয়, এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সত্য প্রকাশ পায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করুন। ৪।৫ জন সুযোগ্য দেশীয় এবং বিদেশীয় ব্যক্তি কিছুদিন এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত ব্যক্ত হইবে। অনেক দূর পর্য্যন্ত এইরূপ নৃশংস ব্যবহারের জনরব হইয়াছে। যতদিন না গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা বিশেষরূপ অনুসন্ধান না হইবে, ততদিন রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা ভয়ানক দূষণীয়তার অপবাদ হইতে মুক্তি অথবা কৃত অপরাধের যোগ্য দণ্ড পাইবে না, এবং দেশবাসীদিগের নানাপ্রকার সংশয়ও দূরীকৃত হইবে না। অতএব একটী কমিশন নিযুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

ঘটনার সরকারী বিবরণ প্রচারিত হইবার কয়েক দিন পরেই 'এডুকেশন গেজেটে' উপরি-উদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয়। সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রিকায় এরূপ বিবরণ বাহির হওয়ায় গবর্মেণ্ট সম্পাদকের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ২ জুন ১৮৬৮ তারিখের পত্রে গবর্মেণ্ট সম্পাদককে জানাইয়াছিলেন :—

The article is calculated, from the false account which it gives of the occurrence, to mislead and to alarm the Native public, and the admission of such an article without first taking some steps to inquire into the truth of the statements it contained, seems to the Lieutenant Governor to be entirely opposed to the spirit of the conditions on which the Education Gazette is supported by Govt., the chief of those conditions, it may be said being that the paper shall be a vehicle for furnishing the people with the means of forming a sound opinion on passing events *by supplying them with accurate information.*

উত্তরে প্যারীচরণ পরবর্ত্তী ১৬ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

3. When I indited the article in question, I did so under the conviction that the accounts which had appeared in the *Hindoo Patriot*, the *National Paper*, the *Indian Mirror*, the *Someprakash*, the *Prabhakar*, and the *Chandrika*, and upon which the article was based were in the main correct; and the enquiries which I had personally made from different reliable sources had tended to produce that conviction.

* * *

5. On reference to the conditions on which the Education Gazette is supported by Government, I find nothing, I beg to submit, which to my understanding, prevents me from giving expression to my impressions and convictions on passing events. And the one alluded to in your letter, as being the chief of those conditions, has not, I may be permitted to add, been infringed in the article under notice, in as much as it was not admitted without enquiries.

বলা বাহুল্য, প্যারীচরণের এই উত্তরে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্বমন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। স্বাধীনচেতা প্যারীচরণ পরবর্ত্তী ৩১এ জুলাই পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। গবর্মেণ্ট ৮ই আগষ্ট তারিখে এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করেন।*

প্যারীচরণ সরকারের স্থলে ১৮৬৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (তৎকালে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর) 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'ভূদেবচরিত (২য় ভাগ, পৃ. ৩৪২) পাঠে জানা যায়, ভূদেববাবুর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুকে পত্রিকাখানির সর্ব্বস্বত্ব দান করেন। 'এডুকেশন গেজেট' এখনও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১ম খণ্ড ৪৮ সংখ্যা (২৯ মে ১৮৫৭) হইতে
২য় খণ্ড ৯৩ সংখ্যা (৯ এপ্রিল ১৮৫৮)

দশভুজা-সাহিত্য-মন্দির, মানকুণ্ড :—১২৮ সংখ্যা (৩য় খণ্ড, ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৮)
হইতে ১৭৮ সংখ্যা (৪ খণ্ড, ২৫ নবেম্বর ১৮৫৯),
কেবল মধ্যের ১৩৪, ১৬৬-৬৭ ও ১৭৬ সংখ্যা নাই।

এডুকেশন গেজেট কার্য্যালয় :—১৮৬৮ সন হইতে অদ্যাবধি।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮-৫৯ সনের আট সংখ্যা (নং ১১৩, ১৩৪, ১৪৬, ১৪৯-৫০, ১৫৬, ১৫৮ ও ১৬২)।

---

* 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত রেলওয়ে দুর্ঘটনার বিবরণটি শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ-রচিত 'প্যারীচরণ সরকার' পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্যারীচরণ ও গবর্মেণ্টের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হয়, তাহার প্রতিলিপি ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে (পৃ. ২৬৬-৭২) মুদ্রিত হইয়াছে।

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা

এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৫৬ সনের জুলাই (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ৬ আগষ্ট ১৮৫৬ (২৩ শ্রাবণ ১২৬৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

'সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইত্যভিধেয় এক থানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক-দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ দীর্ঘ নহে একারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তাহা সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা অবনীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী হইয়া সকলকে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় করুণা সর্ব্বত্র প্রকাশ করুক।

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ যে 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করেন, 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

সমাচার।...বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬৩)।

অরুণোদয়

'অরুণোদয়' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ১৮৫৬ সনের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সনের ৫ই আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১২৬৩) গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

সদ্বিদ্বান শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড লালবিহারি দের প্রণীত অরুণোদয় নামক পত্রের প্রথম সংখ্যা পূর্ব্বগত দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পত্র পক্ষান্তে সম্বাদ ভাস্কর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ হইবেক,...ঐ পত্রের মঙ্গলাচরণ নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম,...।

"মঙ্গলাচরণ।—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে বঙ্গদেশে বহুবিধ বিদ্যার অনুশীলন বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যে জ্ঞান পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অবস্থিতি করিত সেই জ্ঞান অধুনা সর্ব্বসাধারণ জনগণ মধ্যে বিস্তীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায় একখানিও পুস্তক ছিল না, এক্ষণে ঐ ভাষায় সহস্র২ পুস্তক প্রণীত হইতেছে। পূর্ব্বে সমাচার পত্রিকার নাম গন্ধও ছিল না, অধুনা অনেকানেক মাসিক পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং প্রাত্যহিক পত্রিকা প্রকটিত হইতেছে, বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের

বিদ্যালোচনার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইলেই ভূরি ভূরি পুস্তক ও সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশ হওয়া সম্ভবনীয় বটে। কিন্তু যদি এইক্ষণে গৌড়ীয় ভাষাতে বহুবিধ বৈষয়িক সমাচার ঘটিত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তথাচ পরমার্থ ঘটিত অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রদানক্ষম পত্রিকা দুর্লভ, ফলতঃ নানাবিধ বৈষয়িক ও সাংসারিক জ্ঞানানুশীলন প্রচুররূপে থাকিলেও সত্য ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোচনা না থাকিলে কোন দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অতএব এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্ত্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম-সূচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থ ঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।

অপর আধুনিক পুস্তক ও সম্বাদ পত্র সকলেতে অনেকানেক কঠিন ও কঠোর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এবং ঐরূপ দুরূহ বাক্য প্রণালী জ্ঞানবান ব্যক্তিদের পক্ষে বিনোদজনক হইলেও আমরা কেবল সুকোমল ও সুগম ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইষ্টসাধন করিব, যেহেতুক আমাদের এই নূতন পত্রিকা কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত সকলেরি উপকারার্থে প্রকাশিত হইতেছে।

জগদীশ্বরের প্রসাদেতে এই পত্রিকা পক্ষান্তে একবার অর্থাৎ প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশ পাইবে এবং ইহার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য এক আনা অথবা অগ্রে প্রদান করিলে বার্ষিক মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।…"

এই পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতে যূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু
প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি
ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১। ১৯।

পত্রিকাখানি সচিত্র। ইহা "শ্রীরামপুরের 'তমোহর' যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাকট্ সোসাইটির কারণ) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত" হইত। লালবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন।

'অরুণোদয়' ১৮৬২ সন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক তাঁহার পুস্তক-তালিকায় (পৃ. ২৪, ৩০) উল্লেখ করিয়াছেন।

'অরুণোদয়' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—দ্বিতীয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) হইতে তৃতীয় খণ্ড ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ পর্য্যন্ত।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯শ সংখ্যা এবং তৃতীয় খণ্ডের ১৭শ ও ২৩-২৪শ সংখ্যা।

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা

১৮৫৬ সনের অক্টোবর মাসে "শ্রীশ্রীভাগবতী সভার অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার তারিখ—কার্ত্তিক, ১২৬৩। প্রথম

সংখ্যায় প্রকাশিত "বিজ্ঞাপন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

...এই 'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা' প্রকটনের মূল বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

অত্রকলৌ এতন্মহানগর নিবাসি গুণরাশি সদ্বংশজ নব্য ভব্য কতিপয় মহাশয়েরা স্বজাতীয় পূর্ব্ব পুরুষ ও মহাজনগণ আচরিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান পরিহার পুর্ব্বক স্থানে২ নানা সভা ও নানা মত পত্রিকা প্রকটন পুরঃসর স্বকপোল কল্পিত মত সংস্থাপনার্থ দৃঢ়ব্রত হওত বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে নানা দেশীয় প্রাচীন ও নব্য সাম্প্রদায়িকেরা অনেকেই তত্তৎ শিক্ষায় তৎপর হইয়া কেহ বা নাস্তিক কেহ বা স্বধর্ম্মত্যাগী হওত যথেষ্টাচারে রত হইতেছেন, কেহ২ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রোদিত স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার সাধন ভক্তিদ্বারা তৎপ্রাপ্তিই পরমা মুক্তি, ইহা না বুঝিয়া শক্তিমাত্রশূন্য কেবল চিন্মাত্রাবলম্বন করত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং এতদ্ভিন্ন কতিপয় জীব সংশয়াপন্ন হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং সনাতনধর্ম্মের অভাব সম্ভাবনা ভাবনায় এতদ্দেশীয় কতিপয় ইষ্ট নিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ জনগণ উৎসাহে ১৭৭৭ শকাব্দীয় কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় দিবসে রবিবাসরে পরমতত্ত্বদর্শিকা 'শ্রীশ্রীভাগবতী সভা' উদিতা হয়।

সভার নিয়ম প্রথমতঃ বেদান্তানুগতশাস্ত্র পাঠ, তৎপরে বক্তৃতা ও তদন্তে হরিসংকীর্ত্তন এই নিয়মে প্রতি রবিবাসরে বেলা ইংরাজী চতুর্থ ঘটিকা সময়ে আরব্ধ হইয়া প্রদোষ সময়ে সভা বিরাম হয়। মহামহোপাধ্যায় মান্যতম শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য সভাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া অখিল শাস্ত্রগণ মধ্যে উদিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসম শ্রীমদ্ভাগবত তদ্ব্যাখ্যানদ্বারা সংসার দুঃখ জলধি অনায়াস তরণে তরণি রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল চরণ পঙ্কজ পরমতত্ত্ব নিরূপণে সভ্য ও অন্যান্য শ্রোতৃ ষট্‌পদগণের শ্রুতিপথে মকরন্দ পান করাইয়া পরমানন্দ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

প্রাগুক্ত সভাচার্য্য মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে এই 'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা' নাম্নী পত্রিকা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এতৎ দুরূহ ব্যাপার সম্পন্নে যদিও প্রাকৃত ভাষার সুলালিত্য ও সুশ্রাব্যতার অভাব সম্ভাবনা, তথাপি সংশয়াপন্ন জীবের ভক্তিরূপ মহারত্ন লাভ যে ভগবদ্ধর্ম্ম ইহাতে স্বধর্ম্মানুরাগি শ্রীহরি পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কদাচ অনাদরণীয় নহে। এতৎ পত্রিকার মুখ্য প্রয়োজন 'সম্বন্ধতত্ত্ব' স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলা বিশিষ্ট নরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম। 'অভিধেয়তত্ত্ব' তদ্রাগানুগা ভক্তি। 'প্রয়োজনতত্ত্ব' ব্রজবাসি জনানুগত প্রীত্যনুগত প্রীতি। ইহা শ্রুতিস্মৃত্যনুগত যুক্তি দ্বারা লিখিত হইবে। অথচ আনুসঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক যে২ স্থলে যে২ বিষয় উত্থিত হইবে তাহাও সুবিস্তার রূপে লিখিত হইবে। এই পত্রিকায় তত্ত্বসম্বন্ধীয় লিপি ভিন্ন অন্য কোন বিষয় লিখিত হইবে না। যদি কেহ তত্ত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরাকাঙ্ক্ষায় পত্র প্রেরণ করেন তাহা অত্রপত্রে উদিত করিয়া সাধ্যানুসারে প্রত্যুত্তর লিখিতে বিমুখ হইব না। এই পত্রিকা প্রতিমাসে প্রথম

দিবসে দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠায় পূর্ণিত হইয়া প্রকাশিতা হইবেক।···গ্রাহকগণ সমীপে মাসিক পত্রিকার মূল্য ।০ চারি আনা পরিগৃহীত হইবেক।

কলিকাতা।
জানবাজার গোয়ালটুলি
কার্ত্তিক, সন ১২৬৩।

শ্রীদ্বারকানাথ হোড়, ও শ্রীমধুসূদন সরকার
সম্পাদক।

'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা'র কণ্ঠদেশে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

—০—

যস্তুব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাং শকৈঃস্বৈবিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

পঞ্চম সংখ্যা হইতে এই পত্রিকার সম্পাদক হন রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। পঞ্চম সংখ্যার সহিত সংযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন" হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইবে :—

বিজ্ঞাপন।—এই অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে চতুর্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা সম্পাদক ছিলাম এইক্ষণে এই পঞ্চম সংখ্যা হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং সম্পাদক হইয়াছেন আমারদিগের সাবকাশাভাবে পত্রিকা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইয়াছিল এইক্ষণ হইতে যথা কালে সময়ে সময়ে প্রকাশ হইবেক তাহাতে আর কোন ক্রটি হইবেক না।

কলিকাতা জানবাজার,
১৫ পৌষ সন ১২৬৪ সাল।

শ্রীদ্বারকানাথ হোড়,
শ্রীমধুসূদন সরকার,
সম্পাদক।

'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত না।

'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা'র ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—১ম-৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক-মাঘ ১২৬৩।
৫ম-১১শ সংখ্যা, ১২৬৪-৬৫।
৫ম-১২শ সংখ্যা, ১২৬৫-৬৬।

উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা

১৮৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহার ৫ম সংখ্যার তারিখ ২৯ মাঘ ১২৬৩; সুতরাং প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ পৌষ হওয়া সম্ভব। ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত হইত। এই পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন উত্তরপাড়া-নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; ১৫শ সংখ্যার শেষে তাঁহার নাম পাওয়া যাইতেছে;—

> এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রাঙ্কিত হইয়া উত্তরপাড়া নগরে প্রকাশ হয়। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়রা উক্ত নগর নিবাসি সম্পাদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অথবা বালী পোষ্ট আফিশে সংবাদ করিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত ঃ—

> সৎপক্ষ পক্ষপাতেয়ং পাক্ষিকী নাম পত্রিকা।
> রাজতে রাজহংসীব মানসাম্ভোজলাসিনী॥

ইহাতে সাধারণতঃ কবিতা, প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদের সার থাকিত; মাঝে মাঝে কোন কোন ইংরেজী রচনা মুদ্রিত হইত অথবা খ্যাতনামা লেখকদের রচনার অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হইত। সম্পাদকের লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ "Topography of Ooterparah" ১০ম সংখ্যা (১৫ বৈশাখ ১২৬৪) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৬ সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। ইহার মাসিক মূল্য ছিল ৵৹ মাত্র।

'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' সম্বন্ধে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' ৭ই আগষ্ট ১৮৫৭ তারিখে লিখিয়াছেন ঃ—

> উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদিগের দর্শনার্থ "উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকার" প্রথম সংখ্যা হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত···প্রেরণ করিয়াছেন। উপনগর বা ভদ্র গ্রাম বিশেষের অবস্থা বিবৃত পত্রিকা বা পুস্তিকা যত প্রচার হয় ততই আহ্লাদের বিষয়, যেহেতু তদ্দ্বারা গ্রাম্যগণের অবস্থা সংশোধনের বিশেষ উপযোগিতা হয়, অতএব উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা উন্নতিপথারূঢ়া হয়েন ইহা প্রার্থনীয় বটে। পরন্তু এবম্প্রকার দেশহিতকর বিষয় দেশীয় ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের প্রযত্ন ব্যতীত কখনই সুসিদ্ধ হওনের সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ে মৃত রাজা কৃষ্ণনাথকুমার প্রথমোদ্যোগ করেন, তিনি বহুব্যয়ে মুর্শীদাবাদ নিউস ও মুর্শীদাবাদ সম্বাদপত্রী নামক ইংরাজি বাঙ্গলা ভাষার যুগ্ম সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন; ঐ রাজা যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রভৃতির দুর্ভেদ্য বাগুরায় বদ্ধ হইয়া যদ্যপি অকালে কাল সদনে গমন না করিতেন তবে তাঁহার দ্বারা উক্ত স্থানীয় জনগণের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, যেহেতু রাজা কৃষ্ণনাথ উদ্যমদাতা ও সদনুষ্ঠানব্রতে অনুরাগী ছিলেন। পরন্তু রঙ্গপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায়ের যত্নে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রের সৃষ্টি

হয়; যদিও উক্ত উদারচিত্ত বাবু নিতান্ত তরুণ বয়সে লোকান্তর গমন করাতে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তি মধ্যে উক্ত সংবাদ পত্র খানি এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিয়ৎকাল গত হইল বৰ্দ্ধমানে দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ লোকে অনুমান করিয়াছিল তদুভয়পত্র বৰ্দ্ধমানাধিপতির আনুকূল্যে প্রকটিত হইতেছে, কিন্তু উক্তোভয় পত্রের অকালে বিলয় প্রাপ্তি বিধায় বোধ হইতেছে উক্ত অনুমান অমূলক হইবেক। আমরা বোধ করি উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা, স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের সহায়তা বলে আবির্ভূতা হইয়াছে; তাহা হইলেই মঙ্গল বলিতে হইবেক। পরন্তু আমরা প্রার্থনা করি উক্তপত্র সম্পাদক প্রেরিত পদ্য মালায় পত্রিকা পূর্ণ না করিয়া স্থানীয় ঘটনাবলী ও দেশহিতকর প্রস্তাবপুঞ্জে তাহা বিভূষিত করেন, কারণ তাহাতেই দেশের প্রকৃত উপকার সাধন এবং গদ্য লিখনের প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আসিবেক। কদাচ কখন নিরবদ্য পদ্য দুই একটি প্রকটিত করিলে হানি নাই, বরং তাহাতে পাঠকদিগের সুরুচিবৰ্দ্ধন হইতে পারে। পুষ্টিকর ভোজ্য পেয়াদি পরিশেষে দুই একটা মিষ্টান্ন ভাল লাগে, তুম্পচ বাজারু মোদক দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিলে কেবল পীড়াজননের কারণ হয়।

'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা'র ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি:—৫ম সংখ্যা (২৯ মাঘ ১২৬৩) হইতে ৮ম সংখ্যা (১৫ চৈত্র ১২৬৩)। ১০ম সংখ্যা (১৫ বৈশাখ ১২৬৪) হইতে ২০শ সংখ্যা (৩০ আশ্বিন ১২৬৪)।

হিন্দুরত্নকমলাকর

'হিন্দুরত্নকমলাকর' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি (১৪ ফাল্গুন ১২৬৩) তারিখে। 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের পরিচালক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টচায) এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশ রহিত করিয়া গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'হিন্দুরত্ন-কমলাকর' প্রকাশ করেন। ৯ মার্চ ১৮৫৭ (২৭ ফাল্গুন ১২৬৩) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (তৎকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) লিখিয়াছিলেন,—

হিন্দুরত্ন কমলাকর।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে 'রসরাজ' পত্রে কেবল দেশীয় মহামহিমদিগের গ্লানি প্রকাশ হইবাতে ঐ পত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটেং সধর্ম্মী হিন্দুমহাশয়েরা তাহাকে উৎসন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করিতে কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ' বিদায় দিতে বলিলেন, রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই সুতরাং মানে মানে তিনিও স্বীকার করিলেন,

হিন্দুরত্নকমলাকর

'হিন্দুরত্নকমলাকর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি